রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মালঞ্চ

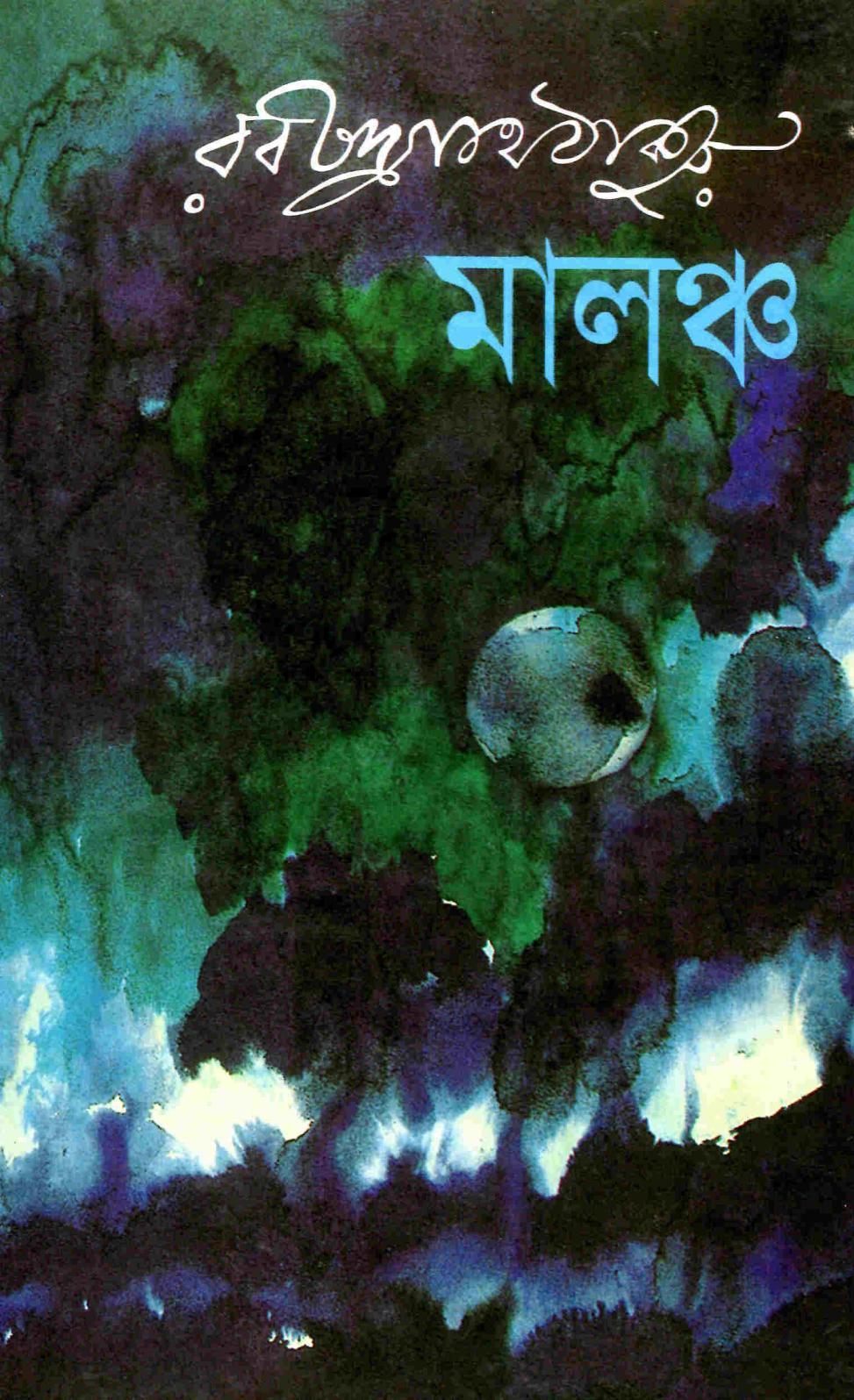

চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা

www.pathagar.com

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মালঞ্চ

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

www.pathagar.com

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশনা ১৪৬

গ্রন্থমালা সম্পাদক
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ
কার্তিক ১৪০৮ নভেম্বর ২০০১

প্রথম সংস্করণ তৃতীয় মুদ্রণ
ফাল্গুন ১৪১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১১

প্রকাশক
মোঃ আলাউদ্দিন সরকার
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
ঢাকা ১০০০ ফোন ৯৬৬০৮১২ ৮৬১৮৫৬৭

মুদ্রণ
সুমি প্রিন্টিং এ্যান্ড প্যাকেজিং
৯, নীলক্ষেত, বাবুপুরা, ঢাকা ১২০৫

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

মূল্য
ষাট টাকা মাত্র

ISBN-984-18-0145-x

www.pathagar.com

ভূমিকা

১

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলাসাহিত্যের প্রথম যথার্থ ঔপন্যাসিক। বাংলা গদ্য অভাবিতভাবে বিকশিত হয়ে ওঠে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস ও প্রবন্ধে। রবীন্দ্রনাথ সে-গদ্যকে আরও শতধারায় প্রবাহিত ও সার্থক করে তোলেন তাঁর গল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে শুরু করে, বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকগুলোতে বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের মানসিক গড়ন ও উৎকর্ষের একটি স্বচ্ছ প্রতিচ্ছবি রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলো। ইউরোপীয় আধুনিক মনন ও প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য—মূলত এই দ্বিধারায় পুষ্ট রবীন্দ্রসাহিত্য।

রবীন্দ্রনাথ শ্রেণীবৈশিষ্ট্যে অভিজাত হলেও তার বেশিরভাগ বন্ধু, সহকর্মী ও শত্রুর পরিমণ্ডলটি ছিল মধ্যবিত্ত। তাই রবীন্দ্রনাথ এই দুই শ্রেণীর প্রতিনিধিদেরই অবলীলায় চিত্রায়িত করতে পেরেছেন তার উপন্যাসে। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে ঘুরেফিরে এসেছে মধ্যবিত্ত সমাজের চরিত্ররা ; তাদের উজ্জ্বল আশাবাদ ও ভয়ঙ্কর নৈরাশ্য, আদর্শ ও নীচতা; অহংকার ও হীনমন্যতা।

বঙ্কিমচন্দ্র যে-সময়ে উপন্যাসের জগৎ নির্মাণ শুরু করেছেন, সে-সময়ে শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত-মানসের রূপরেখাটি স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। সামন্তসমাজের শেষ রশ্মির আভা তখনো পশ্চিম আকাশে জ্বলছে। রাজা, রাজপুত্রের যুগের অবসান হয়েছে। কিন্তু তাদের তলোয়ারের ঝনঝনানির আওয়াজ যেন বাতাসে তখনো শোনা যায়। তাই বঙ্কিমী উপন্যাসের প্রেক্ষাপট ও কাহিনী 'ইতিহাস ও কল্পনার' দুরন্ত অশ্বে ধাবমান। অনেক ক্ষেত্রে চরিত্রদের সাথে চাক্ষুষ পরিচয় নেই বলে, বাহ্যিক ঘটনা ও তার আড়ম্বর সেখানে বেশি। তবে একটা জায়গায় বঙ্কিম অনন্য। তাঁর চরিত্রদের মনের খোলস উন্মোচনে বঙ্কিম সবসময়ই পটু। তার অন্তর্দৃষ্টি অন্তর্ভেদী।

বিখ্যাত ফরাসি কবি লুই আরাগঁর একটি কবিতা আছে। কবিতাটিতে শুধু একটি শব্দ বারবার ব্যবহার করা হয়েছে জ্যামিতিক বিন্যাসে সাজিয়ে। শব্দটি হচ্ছে 'পারসিয়েন'। এর অর্থ দুটি। একটি হচ্ছে ভেনেশিয়ান ব্লাইন্ডস্ অথবা জানালার খড়খড়ি। অন্যটি হচ্ছে পারস্যদেশের রমণী। জানালার খড়খড়ির ভেতর দিয়ে মায়াবী আলোর আভাস পাওয়া যায় ; কিন্তু অবাধ আলোর যাত্রা সে রুদ্ধ করে। পারস্যদেশের মেয়েরাও ঘোমটা ব্যবহার করে। তাদের মুখাবয়বের আলো কিছুটা ছলকে পড়ে ; কিছুটা থমকে থাকে। এই দুটি ব্যাপারে মিল খুঁজে পেয়ে কবি এ নিয়ে কৌতুক করেছিলেন।

কবিতার ক্ষেত্রে এই পারস্যরমণীর যুগ কখনোই শেষ হবে না। কিন্তু উপন্যাস, যাকে আধুনিক উপন্যাস বলা হয়, তার ঝোঁক কিন্তু অবগুণ্ঠনহীনতার প্রতি। সে চায় মায়াবী পর্দা দুলে উঠুক। উন্মোচিত হোক সত্য। হোক তা কুৎসিত। হোক তা স্বপ্নভঙ্গকারী। কিছু আসে যায় না। তাই একসময় অর্ধসত্যের মতো অর্ধবাস্তব উচ্চারী বঙ্কিমের যুগ শেষ হল। স্বর্গভ্রষ্ট, বিশ্লিষ্ট স্বপ্নের যুগ শুরু হল বাংলা উপন্যাসের জগতে।

www.pathagar.com

এলেন রবীন্দ্রনাথ। জীবনকে তিনি দেখলেন, প্রাত্যহিক মধ্যাহ্নের স্পষ্ট আলোয়; তুচ্ছ, দরকারি কাজের পৃথিবীতে। বাহ্যিক ঘটনার সংঘাতে রবীন্দ্রনাথ তার উপন্যাসকে টানটান উত্তেজনাময় করতে চাননি। চরিত্রগুলোর অন্তর্গত জটিলতা ও তাদের বিবর্তনের মধ্যদিয়ে তাঁর উপন্যাসে ঘটনার যাত্রা। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের চরিত্রগুলো তাদের ভাবনায় ও কাজে লেখকের মুখাপেক্ষী নয় ; তারা বেশ স্বাধীন। এইভাবে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসই প্রথম বাস্তব প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে যাত্রা শুরু করে ; যা আধুনিক উপন্যাসের অন্যতম প্রধান লক্ষণ।

পরবর্তী ঔপন্যাসিকেরা এই সামাজিক বাস্তবতার সুরটিকে আরও উচুঁগ্রামে বেঁধেছেন। একসময় সামাজিক জীবনের প্রতিফলননির্ভর উপন্যাসের এই ধারাটি 'সমাজবিদ্রোহমূলক' উপন্যাসেরও সূচনা করেছে।

শেষের কবিতায় লাবণ্য সম্পর্কে একস্থানে অমিতের স্বগতোক্তি ছিল যে, মানুষ যেখানে স্বভাবত নিজেকে ভোলাতে চায়, সেখানেও লাবণ্য নিজেকে ঠিক ভোলাতে পারে না।

আধুনিক ঔপন্যাসিকদের মনোজগতও অনেকটা সেরকম। তাদের দৃষ্টি তলদেশগামী। তারা উপন্যাসে প্রদর্শন করলেন মানুষের নগ্ন বাস্তবতা ও মনস্তত্ত্ব। মানুষ সৌভাগ্যবান, তাকে তার নিজের কঙ্কাল দর্শন করতে হয় না। কিন্তু আধুনিক উপন্যাসের লাবরেটরির রঞ্জনরশ্মিতে তাকে দেখতে হল তার মনস্তত্ত্বের কঙ্কাল।

জীবন ও সমাজের আংশিক প্রতিফলনে সন্তুষ্ট থাকলেন না ঔপন্যাসিকরা। নিজেদের বৃত্ত অতিক্রম করে তারা গেলেন নিম্নবিত্ত সমাজের কাছে। উপন্যাসে উঠে এল, শ্রেণীবৈষম্য, শ্রেণীসংগ্রাম। নিম্নবিত্ত জীবন ও তার প্রতিনিধিদের নিয়ে রচিত হল সার্থক উপন্যাস।

অবশ্য অতিসাম্প্রতিক উপন্যাস আবারও মুখ ফিরিয়েছে কল্প-সাম্রাজ্যের দিকে। কল্পনার বাস্তবতা নির্মাণ করছেন ঔপন্যাসিকরা। সম্ভবত পোশাকের মতো সাহিত্যেও পুরনো ফ্যাশন ঘুরেফিরে আসে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর দীর্ঘ সাহিত্যিক জীবনে বিবিধ তত্ত্বমূলক লেখা লিখলেও উপন্যাস বিষয়ে কোনো প্রবন্ধ তিনি রচনা করেননি। তবে চিঠিপত্রে, সমালোচনায়, উপন্যাসের ভূমিকায় এবং সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কিত কিছু লেখায় উপন্যাস-সম্পর্কিত তাঁর কিছু বিক্ষিপ্ত ও কৌতূহলোদ্দীপক মন্তব্য পাওয়া যায় :

> আমি চাই বেশ সরল, সুন্দর মধুর, উদার লেখা। কূটকচালে অদ্ভুত গোলমেলে কাণ্ড আমার বেশিক্ষণ পোষায় না। (পত্র নং ৪, *ছিন্নপত্রাবলী*)
>
> ... "আপনি কোনোরকম ঐতিহাসিক বা ঔপদেশিক বিড়ম্বনায় যাবেন না। সরল মানবহৃদয়ের মধ্যে যে গভীরতা আছে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখদুঃখপূর্ণ মানবের দৈনন্দিন জীবনের যে চিরানন্দময় ইতিহাস তাই আপনি দেখাবেন। (পত্র নং ৪ঃ *ছিন্নপত্রাবলী*)
>
> জর্জ এলিয়টের নভেল যদিও আমার খুব ভালো লাগে তবু এটা আমার বরাবর মনে হয়, জিনিসগুলো বড় বেশি বড়—এত লোক, এত ঘটনা, এত কথার হিজিবিজি না থাকলে বইগুলো আরও ভালো হতো। (আলোচনা / *পত্র : সাহিত্য*)
>
> আমার মনে হয় বঙ্কিমবাবুর নভেলগুলো নভেল যত বড়ো হওয়া উচিত তার আদর্শ। ভাগ্যে তিনি ইংরেজ নভেলিস্টের অনুকরণে বাংলায় বৃহদায়তনের

www.pathagar.com

মালঞ্চ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের উপন্যাস। উপন্যাসটি পরিসরে ক্ষুদ্র ও একমুখী এবং ব্যঞ্জনায় তীব্র। নীরজা চরিত্রটির মধ্যদিয়ে বিংশ শতাব্দীর আধুনিক মানুষের জীবন কামনা, অন্তর্দ্বন্দ্ব, নিয়তি ও বঞ্চনার জগৎ আলোড়িত হয়েছে।

মালঞ্চের ভাষারীতি কবিত্বময় ও মাধুর্যপূর্ণ, তবে উচ্ছ্বাসপ্রবণ নয়। ভাষার খাঁজে খাঁজে ইঙ্গিত আছে, তবে অস্পষ্টতা নেই। ভাষার ক্ষেত্রে কবিতা ও গদ্যের একটি সুষম ভারসাম্য লক্ষ্য করা যায়।

মালঞ্চ উপন্যাসটি তত্ত্ব ও ভাবের ভারে ভারাক্রান্ত নয়। সরাসরি লেখক পদার্পণ করেছেন জীবন, বাস্তবতা ও নির্মমতার জগতে।

চিত্ররূপময় কল্পনায় রবীন্দ্রনাথের বর্ণনা-যে কতটা ঐশ্বর্যশালী তার প্রমাণ মালঞ্চের প্রতিটি স্তবকে।

> নীরজার আজকালকার মনখানা বাদুড়ের চঞ্চুক্ষত ফলের মতো; ভদ্র প্রয়োজনের অযোগ্য।
>
> 'বিছানার সামনে জানালা খোলা, তপ্ত হাওয়ায় আসছে মুচকুন্দ ফুলের গন্ধ, কখনো বাতাবি ফুলের নিশ্বাস—যেন তার সেই পূর্বকালের দূরবর্তী বসন্তের দিন তাকে মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করছে, 'কেমন আছ?'
>
> কুকুরটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে লেজের কুণ্ডলীর মধ্যে নৈরাশ্যকে বেষ্টিত করে দ্বারের কাছে পড়ে থাকত।

নীরজার ঈর্ষা ও স্মৃতিময় অতীতের প্রজ্জ্বলন এবং বাগানের আশ্চর্য উপস্থিতি—এই উপন্যাসটির প্রাণস্পন্দন। অন্য সব চরিত্র তুলনামূলকভাবে প্রাণহীন ও শীতল। একটি বাগানের জীবন্ত গাছপালার নিশ্বাস, বিচিত্র ফুলের স্পর্শ, ঘাস, ফুল, ফলের মদির অস্পষ্ট সুগন্ধ মেশানো বাতাস—বইটি পড়তে গিয়ে সর্বক্ষণই অনুভব করা যায়।

এই উপন্যাসের পাত্রপাত্রীর জীবনে যে নিষ্ঠুরতম খেলা চলছে—বাগানের সজীব উপস্থিতি ছাড়া তা অসহনীয় মনে হত। তাই *মালঞ্চ* উপন্যাসটিতে মালঞ্চ একটি অনিবার্য বিষয়।

নীরজা ও আদিত্য-এর দাম্পত্যজীবন ছিল সব অর্থেই ব্যতিক্রমী, মধুর। স্বামী আদিত্য বাগানের ব্যবসায় নাম করেছিল। আর এই বাগানের পরিচর্যা ও প্রেমে নীরজার ছিল দক্ষ সহযোগিতা।

> এখানকার ফুলে পল্লবে দুজনের সম্মিলিত আনন্দ নব নব রূপ নিয়েছে নব নব সৌন্দর্যে। বিশেষ বিশেষ ডাক আসবার দিনে বন্ধুদের কাছ থেকে প্রবাসী যেমন অপেক্ষা করে চিঠির, ঋতুতে ঋতুতে তেমনি ওরা অপেক্ষা করেছে ভিন্ন ভিন্ন গাছের পুঞ্জিত অভ্যর্থনার জন্য।

তাদের দাম্পত্যজীবনের নিটোলতা প্রথমবারের মতো টাল খায়—যখন ভূমিষ্ঠ হতে গিয়ে তাদের প্রথম সন্তান মারা যায় এবং নীরজা তার স্বাস্থ্য ও সুস্থতা হারিয়ে শয্যাশায়ী জীবনে বন্দি হয়ে পড়ে।

তাদের বাগানের কাজে সাহায্য করার জন্য আদিত্যর দূরসম্পর্কের বোন—সরলার আগমন ঘটে, যে ছিল আদিত্যের আবাল্যের সাথী। তারপর থেকেই শুরু হয় উপন্যাসটিতে যন্ত্রণার ঘূর্ণাবর্ত এবং জটিলতার স্রোতপ্রবাহ। অসুস্থ নীরজা বিস্ময় ও

www.pathagar.com

দস্তুর বেঁধে দেন নি, তা হলে বড় অসহ্য হয়ে উঠত। (আলোচনা /*পত্র : সাহিত্য*)

রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য শিল্পক্ষেত্রের মতো তাঁর উপন্যাসও প্রসারতা, গভীরতা ও উচ্চতায় একক ও অনন্য। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে বিপুল বহির্বিশ্ব ও মানবমনের জগৎ—দুটোই সমান গুরুত্বপূর্ণভাবে চিত্রিত।

> ... বহির্জগতটাকে উত্তরোত্তর বিলুপ্ত করিয়া দিয়া মনোজগৎকেই সর্বপ্রাধান্য দিতে গেলে যে ডালে বসিয়া আছি, সেই ডালকেই কুঠারাঘাত করিতে হয়।"
> (সৌন্দর্য সম্বন্ধে সন্তোষ : *পঞ্চভূত*)

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস প্রধানত *Idea*-নির্ভর। রবীন্দ্রনাথ তার দেশ, কাল, সময়ের এক চিরন্তন প্রতিভূ। তাঁর উপন্যাসের চরিত্ররা তাই চিরায়ত মানুষ ও কালের প্রতিনিধি। অনেক ক্ষেত্রেই তারা ব্যক্তি-আকাঙ্ক্ষার গণ্ডি অতিক্রম করে স্বদেশ ও মতাদর্শের প্রতি নিষ্ঠার মধ্যদিয়ে খুঁজে পেয়েছে স্ব স্ব জীবন ও অস্তিত্বের সার্থকতা। রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসে তার সমকালীন প্রায় সব সমস্যাকে—দার্শনিক কিংবা মানবিক, জাতীয় কিংবা বৈশ্বিক—ছুঁয়ে ছুঁয়ে, বিশ্লেষণ করে অগ্রসর হয়েছেন। আবার যখন তাঁর চরিত্ররা একান্তই নিরালা কোণের অধিবাসী, তখনও তারা মনোবিশ্বের ভেতর দিয়ে নিরন্তর পথ পরিক্রমার পথিক। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা সাধারণ বাঙালি সংসারের মানুষ নয়, অগ্রসর ও উন্নত চেতনার অধিকারী—তাদের নিজস্ব ভাষা তাদের স্বকীয় চেতনার রূপদানকারী। তারা যেন প্রকৃত বাস্তব নয়, আদর্শায়িত বাস্তব চরিত্র। রবীন্দ্রপ্রতিভার ধার এইসব চরিত্রকে ঘষেমেজে এক শাণিত জগতের অধিবাসী করে তুলেছে।

রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভা এইসব উপন্যাসের ভাষাকে উপমা কল্পনা, চিত্রসমৃদ্ধ করেছে। তার অনাবিল হাস্যরস সৃষ্টির ক্ষমতা, চকিত অত্যুজ্জ্বল মন্তব্য উপন্যাসের ভারিক্কি আদলে বইয়ে দিয়েছে নির্ঝরের প্রবহমানতা। শৈলী, বক্তব্য, কাঠামোর বিভিন্নতা সত্ত্বেও তাঁর অমোচনীয় রাবীন্দ্রিক অনন্যতা প্রতিটি উপন্যাসেই স্পষ্ট। ঝরঝরে ভাষা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক নন। কারণ পাঠকের চিত্তবিনোদন নয়, জীবনকে শিল্পে স্থাপিত করাই ছিল তার অভীষ্ট।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্যায়ের উপন্যাসগুলো ঠিক প্রথমশ্রেণীর নয়। *বৌঠাকুরানীর হাট*, *রাজর্ষি*, *নৌকাডুবি* অনেকটা বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের আদলে রচিত। এই উপন্যাসগুলোতে বস্তুর চাইতে ভাবুকতা বেশি, সংহতির চাইতে শিথিলতা বেশি। চরিত্রগুলো শাদা এবং কালো এই দুই রঙে আঁকা। ঘটনাবিন্যাস রোমান্সপ্রবণ ও অঘটনঘটনপটিয়সী।

*চোখের বালি*ই প্রথম চোখে পড়ার মতো উপন্যাস। এই উপন্যাসটিতেই সূচিত হয় বাংলা উপন্যাসের আধুনিক যুগ। কারণ নীতিবোধ নয়, পাত্রপাত্রীর মনস্তত্ত্বের স্বাধীন যাত্রার মধ্যদিয়ে উপন্যাসটি গতিমান।

রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য উপন্যাসগুলো হচ্ছে *করুণা* (অসমাপ্ত, ১৮৭৭), *প্রজাপতির নির্বন্ধ* (১৯০৪), *গোরা* (১৯১০), *ঘরে বাইরে* (১৯১৬), *চতুরঙ্গ* (১৯১৬), *যোগাযোগ* (১৯২৯), *শেষের কবিতা* (১৯২৯), *দুইবোন* (১৯৩৩), *মালঞ্চ* (১৯৩৪), *চার অধ্যায়* (১৯৩৪)।

www.pathagar.com

বেদনার সাথে লক্ষ্য করে—প্রকৃতি ও মানুষের জগৎ কত দ্রুত নীরজার শূন্যস্থান পূরণ করে চলেছে।

> খোলা জানালা থেকে যখনি সে দেখে অভ্র ও রেশমের কাজ করা একটা টোকা মাথায় সরলা বাগানের মালীদের খাটিয়ে বেড়াচ্ছে তখন নিজের অকর্মণ্য হাতপাগুলোকে সে সহ্য করতে পারত না।

আর্থার মিলার-এর *Death of a Salesman*-এ দেখা যায়, বয়সের কারণে কর্মক্ষমতা কমে যাওয়ায় একটি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান থেকে এর একজন নিবেদিতপ্রাণকর্মী উইলি লোমেন নির্দয়ভাবে বিতাড়িত হচ্ছে। সেই কর্মীটি শেষমুহূর্তে বুঝতে পারে, তার এতদিনের ভালোবাসা ও স্বপ্নের প্রতিষ্ঠানে সে আসলে নিছক এক যন্ত্রমাত্র—সহজেই প্রতিস্থাপনযোগ্য। তবু সান্ত্বনা যে, সে তার পরিবারের কাছে মানসিক আশ্রয় পায়।

কিন্তু নীরজার জন্য সে-আশ্রয়টুকুও থাকে না, যখন সে দেখে তার স্বামী আদিত্যর হৃদয়ের শূন্যস্থানটুকুও পূরণ হয়ে যাচ্ছে, সরলার আনন্দময় উপস্থিতিতে।

নীরজার নীচতা এবং ক্ষুদ্রতা এই যে, সে তার আক্রোশ ও ঈর্ষাও প্রতিটি কথোপকথনের মধ্যে গেঁথে দিয়েছে।

আদিত্যর প্রতি তার বিশ্বাসহীনতা ও সরলার প্রতি তার ক্ষুব্ধতা যখন আদিত্য জানতে পারে—তখন স্ত্রীর প্রতি তার শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় ফাটল ধরে। অস্বাভাবিক দ্রুততার সাথেই যেন আদিত্য বিমুখ হয়ে পড়ে তার স্ত্রীর প্রতি—কোনো মানবিক বিবেচনার অবকাশ না-রেখেই। তার এই দ্রুত পরিবর্তনশীলতা অসঙ্গত মনে হয়। সরলার প্রতি তার এতদিনের সুপ্ত অনুরাগ সে নাকি জানতে পারে—নীরজার ঈর্ষাদগ্ধ কথার আঘাতে। এ কেমন ভালোবাসা যা জানতে পারা যায় অন্যের কথার আঘাতে—নিজের হৃদয়ের ভেতর থেকে তার আগাম কোনো জোরালো বার্তা পাওয়া যায় না? এইসব কারণে আদিত্য চরিত্রটি ঠিক সুস্পষ্ট বা বিশ্বাসযোগ্য হয়নি।

সরলা চরিত্রটি রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য অনেক গল্প-উপন্যাসের আদর্শ নারীচরিত্রের মতোই। আদিত্যর অন্যায্য ভালোবাসার প্রতি তার স্বীকৃতিই তার আদর্শ বৈশিষ্ট্যগুলোর একমাত্র ব্যতিক্রম।

রমেনকে বলা হয়, সে সরলার পাণিপ্রার্থী। অবশ্য তার প্রধান পরিচয় সে বিপ্লবী রাজনীতির সাথে জড়িত। কিন্তু প্রেম কিংবা বিপ্লবের প্রধান উপাদান আবেগই তার চরিত্রে অনুপস্থিত। নীরজাকে সে অম্লান বদনে উপদেশ দেয় ভাগ্যকে মেনে নেবার জন্য। আবার সরলা ও আদিত্যর ঘটকালিতেও সে বেশ আগ্রহী। জেলে যাবার জন্যও তাকে বিশেষ উৎসুক দেখা যায়। যান্ত্রিকতা ও মহানুভবতা—এই দুইয়ের সমন্বয়ে রমেন আসলেই অদ্ভুত একটি চরিত্র।

এ উপন্যাসের আরেকটি অদ্ভুত চরিত্র মহাসত্যবাদী আদিত্য-এর সাথে যেন কোনো অসুখী কিংবা অসুস্থ ব্যক্তির দেখা না হয়। কারণ তাহলে তাদের ভোগান্তি আরও বেড়ে যাবে। অসুস্থ ও মৃত্যুপথযাত্রী স্ত্রীর সাথে তার কথোপকথন তুলে ধরা হলো :

> আদিত্যের হাত হঠাৎ জোর করে চেপে ধরলে, "একেবারেই থাকব না? কিচ্ছুই থাকব না? বলো আমাকে, তুমি তো অনেক বই পড়েছ, বলো-না আমাকে সত্যি করে।"
>
> "যাদের বই পড়েছি তাদের বিদ্যে যতদূর আমারও ততদূর। যমের দরজার কাছটাতে এসে থেমেছ, আর এগোইনি।"

www.pathagar.com

বলো-না। তুমি কী মনে কর? একটুকুও থাকব না? একটুও না?"

"এখন আছি এটাই যদি সম্ভব হয়, তখন থাকব সেও সম্ভব।"

".... মনে কোরো বাতাস যখন তোমার চুল ওড়াচ্ছে আমার আঙুলের ছোঁওয়া আছে তাতে। বলো, মনে করবে?"

আদিত্যকে বলতে হলো, "হাঁ, মনে করব।"

কিন্তু এমন সুরে বলতে পারল না যাতে তার বিশ্বাসের প্রমাণ হয়।

কী শীতল বিদায় অভিবাদন!

হলা মালী এবং রোশনি আয়া নীরজার স্বগতোক্তির বাহন। অন্যান্য চরিত্রের চেয়ে তারা নীরজাকে বোঝে ও ভালোবাসে বেশি। এই চরিত্র দুটি অগুরুত্বপূর্ণ হলেও বৈশিষ্ট্যময় ও উজ্জ্বল।

উপন্যাসের শেষ অংশে দেখা যায় এই ত্রিভুজ প্রণয়ের অবসান ঘটাতে সরলা চলে যায় স্বেচ্ছানির্বাসনে। নীরজাও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয় সমস্ত ক্ষুদ্রতা ও মালিন্য বিসর্জন দিয়ে সরলার হাতে সবকিছু সঁপে দিতে। এতে হয়তো আদিত্যর ভালোবাসা সে আর ফিরে পাবে না, কিন্তু আদিত্যর শ্রদ্ধার জগতে তবুও তো তার অধিষ্ঠান হবে। শেষপর্যন্ত নীরজা এভাবেই একটি মহিমা দিতে চাইল তার মৃত্যুকে, সকলের চোখে।

কিন্তু ব্যর্থ হল সে। সরলার আকস্মিক প্রত্যাবর্তন ও তার মুখ দর্শন তার সব প্রতিজ্ঞা ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

"চেপে ধরলে সরলার হাত, কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ হলো, বললে, জায়গা হবে না তোর রাক্ষসী, জায়গা হবে না! আমি থাকব, থাকব, থাকব।"

হঠাৎ ঢিলে সেমিজপরা পাণ্ডুবর্ণ শীর্ণ মূর্তি বিছানা ছেড়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে উঠল। অদ্ভুত গলায় বললে, "পালা, পালা, পালা এখনি! নইলে দিনে দিনে শেল বিঁধব তোর বুকে—শুকিয়ে ফেলব তোর রক্ত।" বলেই পড়ে গেল মেঝের উপর।

একটি আধুনিক উপন্যাসের নাম মনে পড়ছে : 'যার যা ভূমিকা'। আসলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিয়তি-নির্ধারিত কিছু ব্যাপার আছে মানুষের জীবনে—তা যত লাঞ্ছনাময় কিংবা ভয়ংকরই হোক না কেন—মানুষকে তা মেনে নেবার অভিনয় করতে হয়। রবীন্দ্রনাথের 'চারুলতা' যেমন 'তাহার সুস্থচিত্ত প্রতিবেশিনীদের মতো' 'প্রতিদিনের গৃহকর্ম' সম্পন্ন করে যেত, তেমনি।

বিশ্বাসী মানুষের আছে এই জীবনের পর আরেক জীবনের আহ্বান; যেখানে আছে ভালোর জন্য পুরস্কার, মন্দের জন্য তিরস্কারের ব্যবস্থা। অভিশপ্ত আধুনিক মানুষের জীবনে ভালো ও মন্দ চিহ্নিত করার জন্য কেউ নেই।

সুখকে কিংবা সার্থকতাকে মুঠিবদ্ধ করার জন্যও নির্ধারিত শুধু একটি জীবনকাল।

রবীন্দ্রনাথের *মালঞ্চ* উপন্যাসটি আধুনিক পৃথিবীর উপন্যাস। তাই হাহাকার ও অতৃপ্তির প্রলয়পথেই এর পরিক্রমণ।

নাহিদ আহসান
১৮২ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা ১২০৫

www.pathagar.com

পিঠের দিকে বালিশগুলো উঁচু-করা। নীরজা আধ-শোওয়া পড়ে আছে রোগশয্যায়। পায়ের উপরে সাদা রেশমের চাদর টানা, যেন তৃতীয়ার ফিকে জ্যোৎস্না হালকা মেঘের তলায়। ফ্যাকাশে তার শাঁখের মতো রঙ, ঢিলে হয়ে পড়েছে চুড়ি, রোগা হাতে নীল শিরার রেখা, ঘনপক্ষ্ম চোখের পল্লবে লেগেছে রোগের কালিমা।

মেঝে সাদা মার্বেলে বাঁধানো, দেয়ালে রামকৃষ্ণপরমহংসদেবের ছবি, ঘরে পালঙ্ক, একটি টিপাই, দুটি বেতের মোড়া আর এক কোণে কাপড় ঝোলাবার আলনা ছাড়া অন্য কোনো আসবাব নেই; এক কোণে পিতলের কলসীতে রজনীগন্ধার গুচ্ছ, তারই মৃদু গন্ধ বাঁধা পড়েছে ঘরের বদ্ধ হাওয়ায়।

পুব দিকের জানলা খোলা। দেখা যায় নীচের বাগানে অর্‌কিডের ঘর, ছিটে বেড়ায় তৈরি; বেড়ার গায়ে গায়ে অপরাজিতার লতা। অদূরে ঝিলের ধারে পাম্প্ চলছে; জল কুল্‌কুল্ করে বয়ে যায় নালায় নালায়, ফুলগাছের কেয়ারির ধারে ধারে। গন্ধনিবিড় আমবাগানে কোকিল ডাকছে যেন মরিয়া হয়ে।

বাগানের দেউড়িতে ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজল বেলা দুপুরের। ঝাঁ ঝাঁ রৌদ্রের সঙ্গে তার সুরের মিল। তিনটে পর্যন্ত মালীদের ছুটি। ঐ ঘণ্টার শব্দে নীরজার বুকের ভিতরটা ব্যথিয়ে উঠল, উদাস হয়ে গেল তার মন। আয়া এল দরজা বন্ধ করতে। নীরু বললে, 'না না থাক্।' চেয়ে রইল যেখানে ছড়াছড়ি যাচ্ছে রৌদ্রছায়া গাছগুলোর তলায় তলায়।

ফুলের ব্যবসায়ে নাম করেছে তার স্বামী আদিত্য। বিবাহের পরদিন থেকে নীরজার ভালোবাসা আর তার স্বামীর ভালোবাসা নানা ধারায় এসে মিলেছে এই বাগানের নানা সেবায়, নানা কাজে। এখানকার ফুলে পল্লবে দুজনের সম্মিলিত আনন্দ নব নব রূপ নিয়েছে নব নব সৌন্দর্যে। বিশেষ বিশেষ ডাক আসবার দিনে বন্ধুদের কাছ থেকে প্রবাসী যেমন অপেক্ষা করে চিঠির, ঋতুতে ঋতুতে তেমনি ওরা অপেক্ষা করেছে ভিন্ন ভিন্ন গাছের পুঞ্জিত অভ্যর্থনার জন্যে।

আজ কেবল নীরজার মনে পড়ছে সেইদিনকার ছবি। বেশিদিনের কথা নয়, তবু মনে হয় যেন একটা তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে যুগান্তরের ইতিহাস। বাগানের পশ্চিম ধারে প্রাচীন মহানিমগাছ। তারই জুড়ি আরো একটা নিমগাছ ছিল; সেটা কবে জীর্ণ হয়ে পড়ে গেছে; তারই গুঁড়িটাকে সমান করে কেটে নিয়ে বানিয়েছে একটা ছোটো টেবিল।

www.pathagar.com

সেইখানেই ভোরবেলায় চা খেয়ে নিত দুজনে, গাছের ফাঁকে ফাঁকে সবুজ-ডালে-ছাঁকা রৌদ্র এসে পড়ত পায়ের কাছে; শালিক কাঠবিড়ালি হাজির হত প্রসাদপ্রার্থী। তার পরে দোঁহে মিলে চলত বাগানের নানা কাজ। নীরজার মাথার উপরে একটা ফুল-কাটা রেশমের ছাতি, আর আদিত্যর মাথায় সোলার টুপি, কোমরে ডাল-ছাঁটা কাঁচি। বন্ধু-বান্ধবরা দেখা করতে এলে বাগানের কাজের সঙ্গে মিলিত হত লৌকিকতা। বন্ধুদের মুখে প্রায় শোনা যেত—'সত্যি বলছি ভাই, তোমার ডালিয়া দেখে হিংসে হয়।' কেউ-বা আনাড়ির মতো জিজ্ঞাসা করেছে, 'ওগুলো কি সূর্যমুখী?' নীরজা ভারি খুশি হয়ে হেসে উত্তর করেছে, 'না না, ও তো গাঁদা।' একজন বিষয়বুদ্ধি-প্রবীণ একদা বলেছিল, 'এত বড়ো মোতিয়া বেল কেমন করে জন্মালেন নীরজা দেবী? আপনার হাতে জাদু আছে। এ যেন টগর।' সমজদারের পুরস্কার মিলল; হলা মালীর ভ্রূকুটি উৎপাদন করে পাঁচটা-টবসুদ্ধ সে নিয়ে গেছে বেলফুলের গাছ। কতদিন মুগ্ধ বন্ধুদের নিয়ে চলত কুঞ্জপরিক্রম—ফুলের বাগান, ফলের বাগান, সবজির বাগানে। বিদায়কালে নীরজা ঝুড়িতে ভরে দিত গোলাপ, ম্যাগনোলিয়া, কার্নেশন—তার সঙ্গে পেঁপে, কাগজিলেবু, কয়েৎবেল—ওদের বাগানের ডাকসাইটে কয়েৎবেল। যথাঋতুতে সব-শেষে আসত ডাবের জল। তৃষিতেরা বলত, 'কী মিষ্টি জল!' উত্তরে শুনত, 'আমার বাগানের গাছের ডাব।' সবাই বলত, 'ও, তাই তো বলি।'

সেই ভোরবেলাকার গাছতলায় দার্জিলিং-চায়ের-বাষ্পে-মেশা নানা ঋতুর গন্ধস্মৃতি দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে মিলে হায়-হায় করে ওর মনে। সেই সোনার রঙে রঙিন দিনগুলোকে ছিঁড়ে ফিরিয়ে আনতে চায় কোন্ দস্যুর কাছ থেকে। বিদ্রোহী মন কাউকে সামনে পায় না কেন! ভালোমানুষের মতো মাথা হেঁট করে ভাগ্যকে মেনে নেবার মেয়ে নয় ও তো। এর জন্যে কে দায়ী! কোন্ বিশ্বব্যাপী ছেলেমানুষ! কোন্ বিরাট পাগল! এমন সম্পূর্ণ সৃষ্টিটাকে এত বড়ো নিরর্থকভাবে উলটপালট করে দিতে পারল কে!

বিবাহের পর দশটা বছর একটানা চলে গেল অবিমিশ্র সুখে। মনে মনে ঈর্ষা করেছে সখীরা; মনে করেছে, ওর যা বাজারদর তার চেয়ে ও অনেক বেশি পেয়েছে। পুরুষ বন্ধুরা আদিত্যকে বলেছে, 'লাকি ডগ'।

নীরজার সংসার-সুখের পালের নৌকো প্রথমে যে ব্যাপার নিয়ে ধস্ করে একদিন তলায় ঠেকল সে ওদের 'ডলি' কুকুরঘটিত। গৃহিণী এ সংসারে আসবার পূর্বে ডলিই ছিল স্বামীর একলা ঘরের সঙ্গিনী। অবশেষে তার নিষ্ঠা বিভক্ত হল দম্পতির মধ্যে। ভাগে বেশি পড়েছিল নীরজার দিকেই। দরজার কাছে গাড়ি আসতে দেখলেই কুকুরটার মন যেত বিগড়িয়ে। ঘন ঘন লেজ-আন্দোলনে আসন্ন রথযাত্রার বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করত। অনিমন্ত্রণে গাড়ির মধ্যে লাফিয়ে ওঠবার দুঃসাহস নিরস্ত হত স্বামিনীর তর্জনীসংকেতে। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে লেজের কুণ্ডলীর মধ্যে নৈরাশ্যকে বেষ্টিত করে দ্বারের কাছে পড়ে থাকত। ওদের ফেরবার দেরি হলে মুখ তুলে বাতাস ঘ্রাণ করে করে

www.pathagar.com

ঘুরে বেড়াত, কুকুরের অব্যক্ত ভাষায় আকাশে উচ্ছ্বসিত করত করুণ প্রশ্ন। অবশেষে এই কুকুরকে হঠাৎ কী রোগে ধরলে, শেষ পর্যন্ত ওদের মুখের দিকে কাতর দৃষ্টি স্তব্ধ রেখে নীরজার কোলে মাথা দিয়ে মারা গেল।

নীরজার ভালোবাসার ছিল প্রচণ্ড জেদ। সেই ভালোবাসার বিরুদ্ধে বিধাতারও হস্তক্ষেপ তার কল্পনার অতীত। এতদিন অনুকূল সংসারকে সে নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করেছে। আজ পর্যন্ত বিশ্বাস নড়বার কারণ ঘটে নি। কিন্তু আজ ডলির পক্ষেও যখন মরা অভাবনীয়রূপে সম্ভবপর হল তখন ওর দুর্গের প্রাচীরে প্রথম ছিদ্র দেখা দিল। মনে হল, এটা অলক্ষণের প্রথম প্রবেশদ্বার। মনে হল, বিশ্বসংসারের কর্মকর্তা অব্যবস্থিতচিত্ত—তাঁর আপাতপ্রত্যক্ষ প্রসাদের উপরেও আর আস্থা রাখা চলে না।

নীরজার সন্তান হবার আশা সবাই ছেড়ে দিয়েছিল। ওদের আশ্রিত গণেশের ছেলেটাকে নিয়ে যখন নীরজার প্রতিহত স্নেহবৃত্তির প্রবল আলোড়ন চলেছে, আর ছেলেটা যখন তার অশান্ত অভিঘাত আর সইতে পারছে না, এমন সময় ঘটল সন্তান-সম্ভাবনা। ভিতরে ভিতরে মাতৃহৃদয় উঠল ভরে, ভাবীকালের দিগন্ত উঠল নবজীবনের প্রভাত-আভায় রক্তিম হয়ে, গাছের তলায় বসে বসে আগন্তুকের জন্যে নানা অলংকরণে নীরজা লাগল সেলাইয়ের কাজে।

অবশেষে এল প্রসবের সময়। ধাত্রী বুঝতে পারলে আসন্ন সংকট। আদিত্য এত বেশি অস্থির হয়ে পড়ল যে ডাক্তার ভর্ৎসনা করে তাকে দূরে ঠেকিয়ে রাখলে। অস্ত্রাঘাত করতে হল, শিশুকে মেরে জননীকে বাঁচালে। তার পর থেকে নীরজা আর উঠতে পারলে না। বালুশয্যাশায়িনী বৈশাখের নদীর মতো তার স্বল্পরক্তদেহ ক্লান্ত হয়ে রইল পড়ে। প্রাণশক্তির অজস্রতা একেবারেই হল নিঃস্ব। বিছানার সামনে জানলা খোলা, তপ্ত হাওয়ায় আসছে মুচকুন্দ ফুলের গন্ধ, কখনো বাতাবিফুলের নিশ্বাস—যেন তার সেই পূর্বকালের দূরবর্তী বসন্তের দিন মৃদুকণ্ঠে তাকে জিজ্ঞাসা করছে, 'কেমন আছ'।

সকলের চেয়ে তাকে বাজল যখন দেখলে বাগানের কাজে সহযোগিতার জন্যে আদিত্যের দূরসম্পর্কীয় বোন সরলাকে আনাতে হয়েছে। খোলা জানলা থেকে যখনই সে দেখে অভ্র ও রেশমের কাজ-করা একটা টোকা মাথায় সরলা বাগানের মালীদের খাটিয়ে বেড়াচ্ছে তখন নিজের অকর্মণ্য হাত-পাগুলোকে সহ্য করতে পারত না। অথচ সুস্থ অবস্থায় এই সরলাকেই প্রত্যেক ঋতুতে নিমন্ত্রণ করে পাঠিয়েছে নতুন চারা- রোপণের উৎসবে। ভোরবেলা থেকে কাজ চলত। তার পরে ঝিলে সাঁতার কেটে স্নান, তার পরে গাছের তলায় কলাপাতায় খাওয়া, একটা গ্র্যামোফোনে বাজত দিশি-বিদিশি সংগীত। মালীদের জুটত দই চিঁড়ে সন্দেশ। তেঁতুলতলা থেকে তাদের কলরব শোনা যেত। ক্রমে বেলা আসত নেমে, ঝিলের জল উঠত অপরাহ্ণের বাতাসে শিউরিয়ে, পাখি ডাকত বকুলের ডালে, আনন্দময় ক্লান্তিতে হত দিনের অবসান।

www.pathagar.com

ওর মনের মধ্যে যে রস ছিল নিছক মিষ্ট, আজ কেন সে হয়ে গেল কটু! যেমন আজকালকার দুর্বল শরীরটা ওর অপরিচিত, তেমনি এখনকার তীব্র নীরস স্বভাবটাও ওর চেনা স্বভাব নয়। সে স্বভাবে কোনো দাক্ষিণ্য নেই। এক-একবার এই দারিদ্র্য ওর কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, লজ্জা জাগে মনে, তবু কোনোমতে সামলাতে পারে না। ভয় হয়, আদিত্যের কাছে এই হীনতা ধরা পড়ছে বুঝি, কোন্‌দিন হয়তো সে প্রত্যক্ষ দেখবে নীরজার আজকালকার মনখানা বাদুড়ের চঞ্চুক্ষত ফলের মতো, ভদ্র-প্রয়োজনের অযোগ্য।

বাজল দুপুরের ঘণ্টা। মালীরা গেল চলে। সমস্ত বাগানটা নির্জন। নীরজা দূরের দিকে তাকিয়ে রইল, যেখানে দুরাশার মরীচিকাও আভাস দেয় না, যেখানে ছায়াহীন রৌদ্রে শূন্যতার পরে শূন্যতার অনুবৃত্তি।

২

নীরজা ডাকল, "রোশ্‌নি!"

আয়া এল ঘরে। প্রৌঢ়া, কাঁচাপাকা চুল, শক্ত হাতে মোটা পিতলের কঙ্কণ, ঘাঘরার উপরে ওড়না। মাংসবিরল দেহের ভঙ্গিতে ও শুষ্ক মুখের ভাবে একটা চিরস্থায়ী কঠিনতা। যেন ওর আদালতে এদের সংসারের প্রতিকূলে ও রায় দিতে বসেছে। মানুষ করেছে নীরজাকে, সমস্ত দরদ তার 'পরেই। তার কাছাকাছি যারা যায়-আসে, এমনকি, নীরজার স্বামী পর্যন্ত, তাদের সকলেরই সম্বন্ধে ওর একটা সতর্ক বিরুদ্ধতা।

ঘরে এসে জিজ্ঞাসা করলে, "জল এনে দেব খোঁখী?"

"না, বোস্।" মেঝের উপর হাঁটু উঁচু করে বসল আয়া।

নীরজার দরকার কথা কওয়া, তাই আয়াকে চাই। আয়া ওর স্বগত উক্তির বাহন।

নীরজা বললে, "আজ ভোরবেলায় দরজা খোলার শব্দ শুনলুম।"

আয়া কিছু বললে না ; কিন্তু তার বিরক্ত মুখভাবের অর্থ এই যে, 'কবে না শোনা যায়'।

নীরজা অনাবশ্যক প্রশ্ন করল, "সরলাকে নিয়ে বুঝি বাগানে গিয়েছিলেন?"

কথাটা নিশ্চিত জানা, তবু রোজই একই প্রশ্ন। একবার হাত উলটিয়ে মুখ বাঁকিয়ে আয়া চুপ করে বসে রইল।

নীরজা বাইরের দিকে চেয়ে আপন-মনে বলতে লাগল, "আমাকেও ভোরে জাগাতেন, আমিও যেতুম বাগানের কাজে, ঠিক ঐ সময়েই। সে তো বেশিদিনের কথা নয়।"

এই আলোচনায় যোগ দেওয়া কেউ তার কাছে আশা করে না, তবু আয়া থাকতে

www.pathagar.com

পারলে না। বললে, "ওঁকে না নিলে বাগান বুঝি যেত শুকিয়ে?"

নীরজা আপন-মনে বলে চলল, "নিয়ু মার্কেটে ভোরবেলাকার ফুলের চালান না পাঠিয়ে আমার একদিনও কাটত না। সেইরকম ফুলের চালান আজও গিয়েছিল, গাড়ির শব্দ শুনেছি। আজকাল চালান কে দেখে দেয় রোশ্‌নি?"

এই জানা কথার কোনো উত্তর করল না আয়া, ঠোঁট চেপে রইল বসে।

নীরজা আয়াকে বললে, "আর যাই হোক, আমি যতদিন ছিলুম মালীরা ফাঁকি দিতে পারে নি।"

আয়া উঠল গুমরিয়ে, বললে, "সেদিন নেই, এখন পৃঠ চলছে দু হাতে।"

"সত্যি নাকি?"

"আমি কি মিথ্যা বলছি! কলকাতার নতুন বাজারে ক'টা ফুলই-বা পৌঁছয়! জামাইবাবু বেরিয়ে গেলেই খিড়কির দরজায় মালীদের ফুলের বাজার বসে যায়।"

"এরা কেউ দেখে না।"

"দেখবার গরজ এত কার?"

"জামাইবাবুকে বলিস নে কেন?"

"আমি বলবার কে। মান বাঁচিয়ে চলতে হবে তো। তুমি বলো না কেন? তোমারই তো সব।"

"হোক-না, হোক-না, বেশ তো। চলুক-না এমনি কিছুদিন, তার পরে যখন ছারখার হয়ে আসবে আপনি পড়বে ধরা। একদিন বোঝবার সময় আসবে, মায়ের চেয়ে সৎমায়ের ভালোবাসা বড়ো নয়। চুপ করে থাক্-না।"

"কিন্তু তাও বলি খোঁখী, তোমার ঐ হলা মালীটাকে দিয়ে কোনো কাজ পাওয়া যায় না।"

হলার কাজে ঔদাসীন্যই যে আয়ার একমাত্র বিরক্তির কারণ তা নয়, ওর উপরে নীরজার স্নেহ অসংগতরূপে বেড়ে উঠছে এই কারণটাই সবচেয়ে গুরুতর।

নীরজা বললে, "মালীকে দোষ দিই নে। নতুন মনিবকে সইতে পারবে কেন। ওদের হল সাত-পুরুষের মালীগিরি, আর তোমার দিদিমণির বই-পড়া বিদ্যে—হুকুম করতে এলে সে কি মানায়? হলা ছিষ্টিছাড়া আইন মানতে চায় না, আমার কাছে এসে নালিশ করে। আমি বলি, কানে আনিস নে কথা, চুপ করে থাক্।"

"সেদিন জামাইবাবু ওকে ছাড়িয়ে দিতে গিয়েছিল।"

"কেন, কী জন্যে?"

"ও বসে বসে বিড়ি টানছে, আর ওর সামনে বাইরের গোরু এসে গাছ খাচ্ছে। জামাইবাবু বললে, 'গোরু তাড়াস নে কেন?' ও মুখের উপর জবাব করলে, 'আমি তাড়াব গোরু! গোরুই তো তাড়া করে আমাকে। আমার প্রাণের ভয় নেই।"

শুনে হাসলে নীরজা; বললে, "ওর ঐরকম কথা। তা যাই হোক, ও আমার আপন- হাতে তৈরি।"

www.pathagar.com

"জামাইবাবু তোমার খাতিরেই তো ওকে সয়ে যায়, তা গোরুই ঢুকুক আর গণ্ডারই তাড়া করুক। এতটা আবদার ভালো নয়, তাও বলি।"

"চুপ কর্ রোশ্‌নি ! কী দুঃখে ও গোরু তাড়ায় নি সে কি আমি বুঝি নে। ওর আগুন জ্বলছে বুকে। ঐ যে হলা মাথায় গামছা দিয়ে কোথায় চলেছে। ডাক্ তো ওকে।"

আয়ার ডাকে হলধর মালী এল ঘরে। নীরজা জিজ্ঞাসা করলে, "কী রে, আজকাল নতুন ফরমাশ কিছু আছে?"

হলা বললে, "আছে বৈকি। শুনে হাসিও পায়, চোখে জলও আসে।"

'কিরকম শুনি।"

"ঐ যে সামনে মল্লিকদের পুরোনো বাড়ি ভাঙা হচ্ছে, ঐখান থেকে ইঁটপাটকেল নিয়ে এসে গাছের তলায় বিছিয়ে দিতে হবে। এই হল ওঁর হুকুম। আমি বললুম, 'রোদের বেলায় গরম লাগবে গাছের।' কান দেয় না আমার কথায়।"

"বাবুকে বলিস নে কেন?"

"বাবুকে বলেছিলেম। বাবু ধমক দিয়ে বলে, 'চুপ করে থাক্।' বউদিদি, ছুটি দাও আমাকে, সহ্য হয় না আমার।"

"তাই দেখেছি বটে, ঝুড়ি করে রাবিশ বয়ে আনছিলি।"

"বউদিদি, তুমি আমার চিরকালের মনিব। তোমারই চোখের সামনে আমার মাথা হেঁট করে দিলে। দেশের লোকের কাছে আমার জাত যাবে। আমি কি কুলিমজুর?"

"আচ্ছা, এখন যা। তোদের দিদিমণি যখন তোকে ইটসুরকি বইতে বলবে আমার নাম করে বলিস, আমি বারণ করেছি। দাঁড়িয়ে রইলি যে?"

"দেশ থেকে চিঠি এসেছে, বড়ো হালের গোরুটা মারা গেছে।" ব'লে মাথা চুলকাতে লাগল।

নীরজা বললে, "না, মারা যায় নি, দিব্যি বেঁচে আছে। নে দুটো টাকা, আর বেশি বকিস নে।"

এই বলে টিপাইয়ের উপরকার পিতলের বাক্স থেকে টাকা বের করে দিলে।

"আবার কী?"

"বউয়ের জন্যে একখানা পুরোনো কাপড়। জয়জয়কার হবে তোমার।" এই বলে পানের-ছোপে-কালো-বর্ণ মুখ প্রসারিত করে হাসলে।

নীরজা বললে, "রোশ্‌নি, দে তো ওকে আল্‌নার ঐ কাপড়খানা।"

রোশ্‌নি সবলে মাথা নেড়ে বললে, "সে কী কথা, ও যে তোমার ঢাকাই শাড়ি !"

"হোক-না ঢাকাই শাড়ি। আমার কাছে আজ সব শাড়িই সমান। কবেই-বা আর পরব।"

রোশ্‌নি দৃঢ়মুখ করে বললে, "না, সে হবে না। ওকে তোমার সেই লালপেড়ে কলের কাপড়টা দেব। দেখ হলা, খোঁখীকে যদি এমনি জ্বালাতন করিস, বাবুকে বলে তোকে দূর করে তাড়িয়ে দেব।"

www.pathagar.com

হলা নীরজার পা ধরে কান্নার সুরে বললে, "আমার কপাল ভেঙেছে বউদিদি।"

"কেন রে, কী হয়েছে তোর?"

"আয়াজিকে মাসি বলি আমি। আমার মা নেই, এতদিন জানতেম হতভাগা হলাকে আয়াজি ভালোবাসেন। আজ বউদিদি, তোমার যদি দয়া হল উনি কেন দেন বাগড়া। কারো দোষ নয়, আমারই কপালের দোষ। নইলে তোমার হলাকে পরের হাতে দিয়ে তুমি আজ বিছানায় প'ড়ে!"

"ভয় নেই রে, তোর মাসি তোকে ভালোই বাসে। তুই আসবার আগেই তোর গুণগান করছিল। রোশ্‌নি দে ওকে ঐ কাপড়টা, নইলে ও ধন্না দিয়ে পড়ে থাকবে।"

অত্যন্ত বিরস মুখে আয়া কাপড়টা এনে ফেলে দিলে ওর সামনে। হলা সেটা তুলে নিয়ে গড় হয়ে প্রণাম করলে। তার পরে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "এই গামছাটা দিয়ে মুড়ে নিই বউদিদি। আমার ময়লা হাত, দাগ লাগবে।" সম্মতির অপেক্ষা না রেখেই আল্‌না থেকে তোয়ালেটা নিয়েই কাপড় মুড়ে দ্রুতপদে হলা প্রস্থান করলে।

নীরজা আয়াকে জিজ্ঞাসা করলে, "আচ্ছা আয়া, তুই ঠিক জানিস বাবু বেরিয়ে গেছেন?"

"নিজের চক্ষে দেখলুম। কী তাড়া। টুপিটা নিতে ভুলে গেলেন।"

"আজ এই প্রথম হল। আমার সকালবেলাকার পাওনা ফুলে ফাঁকি পড়ল। দিনে দিনে এই ফাঁকি বাড়তে থাকবে। শেষকালে আমি গিয়ে পড়ব আমার সংসারের আঁস্তাকুড়ে, যেখানে নিবে-যাওয়া পোড়া কয়লার জায়গা।"

সরলাকে আসতে দেখে আয়া মুখ বাঁকিয়ে চলে গেল।

সরলা ঢুকল ঘরে। তার হাতে একটি অর্‌কিড। ফুলটি শুভ্র, পাপড়ির আগায় বেগ্‌নির রেখা। যেন ডানা-মেলা মস্ত প্রজাপতি। সরলা ছিপ্‌ছিপে লম্বা, শামলা রঙ, প্রথমেই লক্ষ্য হয় তার বড়ো বড়ো চোখ উজ্জ্বল এবং করুণ। মোটা খদ্দরের শাড়ি, চুল অযত্নে বাঁধা, শ্লথ বন্ধনে নেমে পড়েছে কাঁধের দিকে। অসজ্জিত দেহ যৌবনের সমাগমকে অনাদৃত করে রেখেছে।

নীরজা তার মুখের দিকে তাকালে না। সরলা ধীরে ধীরে ফুলটি বিছানায় তার সামনে রেখে দিলে।

নীরজা বিরক্তির ভাব গোপন না করেই বললে, "কে আনতে বলেছে?"

"আদিৎদা।"

"নিজে এলেন না যে?"

"নিয়ু মার্কেটের দোকানে তাড়াতাড়ি যেতে হল চা খাওয়া সেরেই।"

"এত তাড়া কিসের?"

"কাল রাত্রে আপিসের তালা ভেঙে টাকা চুরির খবর এসেছে।"

"টানাটানি করে কি পাঁচ মিনিটও সময় দিতে পারতেন না?"

www.pathagar.com

"কাল রাত্রে তোমার ব্যথা বেড়েছিল। ভোরবেলায় ঘুমিয়ে পড়েছিলে। দরজার কাছ পর্যন্ত এসে ফিরে গেলেন। আমাকে বলে গেলেন, দুপুরের মধ্যে যদি নিজে না আসতে পারেন এই ফুলটি যেন দিই তোমাকে।"

দিনের কাজ আরম্ভের পূর্বেই রোজ আদিত্য বিশেষ বাছাই করা একটি করে ফুল স্ত্রীর বিছানায় রেখে যেত। নীরজা প্রতিদিন তারই অপেক্ষা করেছে। আজকের দিনের বিশেষ ফুলটি আদিত্য সরলার হাতে দিয়ে গেল। এ কথা তার মনে আসে নি যে, ফুল দেওয়ার প্রধান মূল্য নিজের হাতে দেওয়া। গঙ্গার জল হলেও নলের ভিতর থেকে তার সার্থকতা থাকে না।

নীরজা ফুলটা অবজ্ঞার সঙ্গে ঠেলে দিয়ে বললে, "জান মার্কেটে এ ফুলের দাম কত? পাঠিয়ে দাও সেখানে, মিছে নষ্ট করবার দরকার কী?" বলতে বলতে গলা ভার হয়ে এল।

সরলা বুঝলে ব্যাপারখানা। বুঝলে জবাব দিতে গেলে আক্ষেপের বেগ বাড়বে বৈ কমবে না। চুপ করে রইল দাঁড়িয়ে। একটু পরে খামখা নীরজা প্রশ্ন করলে, "জান এ ফুলের নাম?"

বললেই হত 'জানি নে', কিন্তু বোধ করি অভিমানে ঘা লাগল; বললে, "এমারিলিস্।"

নীরজা অন্যায় উষ্মার সঙ্গে ধমক দিলে, "ভারি তো জান তুমি ; ওর নাম গ্রান্ডিফ্লোরা।"

সরলা মৃদুস্বরে বললে, "তা হবে।"

"তা হবে মানে কী? নিশ্চয়ই তাই। বলতে চাও, আমি জানি নে?"

সরলা জানত নীরজা জেনেশুনেই ভুল নামটা দিয়ে প্রতিবাদ করলে। অন্যকে জ্বালিয়ে নিজের জ্বালা উপশম করবার জন্যে। নীরবে হার মেনে ধীরে ধীরে বেরিয়ে চলে যাচ্ছিল, নীরজা ফিরে ডাকল, "শুনে যাও। কী করছিলে সমস্ত সকাল, কোথায় ছিলে?"

"অর্কিডের ঘরে।"

নীরজা উত্তেজিত হয়ে বললে, "অর্কিডের ঘরে তোমার ঘন ঘন যাবার এত কী দরকার?"

"পুরোনো অর্কিড চিরে ভাগ করে নতুন অর্কিড করবার জন্যে আদিৎদা আমাকে বলে গিয়েছিলেন।"

নীরজা বলে উঠল ধমক-দেওয়ার সুরে, "আনাড়ির মতো সব নষ্ট করবে তুমি। আমি নিজের হাতে হলা মালীকে তৈরি করে শিখিয়েছি, তাকে হুকুম করলে সে কি পারত না?"

এর উপর জবাব চলে না। এর অকপট উত্তরটা ছিল এই যে, নীরজার হাতে হলা মালীর কাজ চলত ভালোই, কিন্তু সরলার হাতে একেবারেই চলে না। এমনকি, ওকে সে অপমান করে ঔদাসীন্য দেখিয়ে।

www.pathagar.com

মালী এটা বুঝে নিয়েছিল যে, এ-আমলে ঠিকমত কাজ না করলেই ও-আমলের মনিব হবেন খুশি। এ যেন কলেজ বয়কট করে পাস না করার দামটাই ডিগ্রি পাওয়ার চেয়ে বড়ো হয়েছে।

সরলা রাগ করতে পারত, কিন্তু রাগ করলে না। সে বোঝে বউদিদির বুকের ভিতরটা টনটন করছে। নিঃসন্তান মায়ের সমস্ত হৃদয় জুড়েছে যে বাগান, দশ বছর পরে আজ এত কাছে আছে, তবু এই বাগানের থেকে নির্বাসন! চোখের সামনেই নিষ্ঠুর বিচ্ছেদ!

নীরজা বললে, "দাও, বন্ধ করে দাও ঐ জানলা।"

সরলা বন্ধ করে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "এইবার কমলালেবুর রস নিয়ে আসি?"

"না, কিছু আনতে হবে না, এখন যেতে পারো।"

সরলা ভয়ে ভয়ে বললে, "মকরধ্বজ খাবার সময় হয়েছে।"

"না, দরকার নেই মকরধ্বজ। তোমার উপর বাগানের আর-কোনো কাজের ফরমাশ আছে নাকি?"

"গোলাপের ডাল পুঁততে হবে।"

নীরজা একটু খোঁটা দিয়ে বললে, "তার সময় এই বুঝি! এ বুদ্ধি তাঁকে দিলে কে শুনি।"

সরলা মৃদুস্বরে বললে, "মফস্বল থেকে হঠাৎ অনেকগুলো অর্ডার এসেছে দেখে কোনোমতে আসছে বর্ষার আগেই বেশি করে গাছ বানাতে পণ করেছেন। আমি বারণ করেছিলুম।"

"বারণ করেছিলে বুঝি! আচ্ছা আচ্ছা, ডেকে দাও হলা মালীকে।"

এল হলা মালী। নীরজা বললে, "বাবু হয়ে উঠেছ? গোলাপের ডাল পুঁততে হাতে খিল ধরে! দিদিমণি তোমার অ্যাসিস্টেন্ট মালী নাকি? বাবু শহর থেকে ফেরবার আগেই যতগুলো পারিস ডাল পুঁতবি, আজ তোদের ছুটি নেই বলে দিচ্ছি। পোড়া ঘাসপাতার সঙ্গে বালি মিশিয়ে জমি তৈরি করে নিস ঝিলের ডান পাড়িতে।" মনে মনে স্থির করলে এইখানে শুয়ে-শুয়েই গোলাপের গাছ সে তৈরি করে তুলবেই। হলা মালীর আর নিষ্কৃতি নেই।

হঠাৎ হলা প্রশ্রয়ের হাসিতে মুখ ভরে বললে, "বউদিদি, এই একটা পিতলের ঘটী। কটকের হরসুন্দর মাইতির তৈরি। এ জিনিসের দরদ তুমিই বুঝবে। তোমার ফুলদানি মানাবে ভালো।"

নীরজা জিজ্ঞাসা করলে, "এর দাম কত?"

জিভ কেটে হলা বললে, "এমন কথা বোলো না। এ ঘটীর আবার দাম নেব! গরিব আমি, তা বলে তো ছোটোলোক নই। তোমারই খেয়ে-প'রে যে মানুষ।"

ঘটী টিপাইয়ের উপর রেখে অন্য ফুলদানি থেকে ফুল নিয়ে সাজাতে লাগল।

www.pathagar.com

অবশেষে যাবার-মুখো হয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, "তোমাকে জানিয়েছি আমার ভাগনির বিয়ে। বাজুবন্ধর কথা ভুলো না বউদিদি। পিতলের গয়না যদি দিই তোমারই নিন্দে হবে। এত বড়ো ঘরের মালী, তারই ঘরে বিয়ে, দেশসুদ্ধ লোক তাকিয়ে আছে।"

নীরজা বললে, "আচ্ছা তোর ভয় নেই, তুই এখন যা।"

হলা চলে গেল। নীরজা হঠাৎ পাশ ফিরে বালিশে মাথা রেখে গুমরে উঠে বলে উঠল, "রোশ্‌নি, রোশ্‌নি, আমি ছোটো হয়ে গেছি, ঐ হলা মালীর মতোই হয়েছে আমার মন।"

আয়া বললে, "ও কী বলছ খোঁখী, ছি ছি!"

নীরজা আপনিই বলতে লাগল, "আমার পোড়া কপাল আমাকে বাইরে থেকে নামিয়ে দিয়েছে, আবার ভিতর থেকে নামিয়ে দিলে কেন? আমি কি জানি নে আমাকে হলা আজ কী চোখে দেখছে! আমার কাছে লাগালাগি করে হাসতে হাসতে বকশিশ নিয়ে চলে গেল। ওকে ডেকে দে। খুব করে ওকে ধমকে দেব, ওর শয়তানি ঘোচাতে হবে।"

আয়া যখন হলাকে ডাকবার জন্যে উঠল, নীরজা বললে, "থাক্ থাক্, আজ থাক্।"

৩

কিছুক্ষণ পরে ওর খুড়তুতো দেওর রমেন এসে বললে, "বউদি, দাদা পাঠিয়ে দিলেন। আজ আফিসে কাজের ভিড়, হোটেলে খাবেন, দেরি হবে ফিরতে।"

নীরজা হেসে বললে, "খবর দেবার ছুতো করে একদৌড়ে ছুটে এসেছ ঠাকুরপো! কেন, আপিসের বেহারাটা মরেছে বুঝি?"

"তোমার কাছে আসতে তুমি ছাড়া অন্য ছুতোর দরকার কিসের বউদি? বেহারা বেটা কী বুঝবে এই দূত-পদের দরদ?"

"ওগো, মিষ্টি ছড়াচ্ছ অস্থানে। এ ঘরে এসেছ কোন্ ভুলে? তোমার মালিনী আছেন আজ একাকিনী নেবুকুঞ্জ-বনে, দেখো গে যাও।"

"কুঞ্জবনের বনলক্ষ্মীকে দর্শনী দিই আগে, তার পরে যাব মালিনীর সন্ধানে।" এই বলে বুকের পকেট থেকে একখানা গল্পের বই বের করে নীরজার হাতে দিল।

নীরজা খুশি হয়ে বললে, " 'অশ্রু-শিকল'—এই বইটাই চাচ্ছিলুম। আশীর্বাদ করি, তোমার মালঞ্চের মালিনী চিরদিন বুকের কাছে বাঁধা থাক্ হাসির শিকলে। ঐ যাকে তুমি বলো তোমার কল্পনার দোসর, তোমার স্বপ্নসঙ্গিনী। কী সোহাগ গো!"

রমেন হঠাৎ বললে, "আচ্ছা বউদি, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, ঠিক উত্তর দিয়ো।"

"কী কথা?"

www.pathagar.com

"সরলার সঙ্গে আজ কি তোমার ঝগড়া হয়ে গেছে?"

"কেন বলো তো।"

"দেখলুম ঝিলের ধারে ঘাটে চুপ করে সে বসে আছে। মেয়েদের তো পুরুষদের মতো কাজ-পালানো উড়ো মন নয়। এমন বেকার দশা আমি সরলার কোনোদিন দেখি নি। জিজ্ঞাসা করলুম, 'মন কোন্ দিকে?' ও বললে, 'যে দিকে তপ্ত হাওয়া শুক্‌নো পাতা ওড়ায় সেই দিকে।' আমি বলুলম, 'ওটা হল হেঁয়ালি। স্পষ্ট ভাষায় কথা কও।' সে বললে, 'সব কথারই ভাষা আছে?' আবার দেখি হেঁয়ালি। তখন গানের বুলিটা মনে পড়ল 'কাহার বচন দিয়েছে বেদন'।"

"হয়তো তোমার দাদার বচন।"

"হতেই পারে না। দাদা যে পুরুষ মানুষ। সে তোমার ঐ মালীগুলোকে হুংকার দিতে পারে। কিন্তু 'পুষ্পরাশাবিবাগ্নিঃ' এও কি সম্ভব হয়?"

"আচ্ছা, বাজে কথা বকতে হবে না। একটা কাজের কথা বলি, আমার অনুরোধ রাখতেই হবে। দোহাই তোমার, সরলাকে তুমি বিয়ে করো। আইবুড়ো মেয়েকে উদ্ধার করলে মহাপুণ্য।"

"পুণ্যের লোভ রাখি নে, কিন্তু ঐ কন্যার লোভ রাখি, এ কথা বলছি তোমার কাছে হলফ করে।"

"তা হলে বাধাটা কোথায়? ওর কি মন নেই?"

"সে কথা জিজ্ঞাসাও করি নি। বলেইছি তো ও আমার কল্পনার দোসরই থাকবে, সংসারের দোসর হবে না।"

হঠাৎ তীব্র আগ্রহের সঙ্গে নীরজা রমেনের হাত চেপে ধরে বললে, "কেন হবে না, হতেই হবে। মরবার আগে তোমাদের বিয়ে দেখবই, নইলে ভূত হয়ে তোমাদের জ্বালাতন করব বলে রাখছি।"

নীরজার ব্যগ্রতা দেখে রমেন বিস্মিত হয়ে কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে রইল চেয়ে। শেষকালে মাথা নেড়ে বললে, "বউদি, আমি সম্পর্কে ছোটো, কিন্তু বয়সে বড়ো। উড়ো বাতাসে আগাছার বীজ আসে ভেসে, প্রশ্রয় পেলে শিকড় ছড়ায়, তার পরে আর ওপড়ায় কার সাধ্যি।"

"আমাকে উপদেশ দিতে হবে না। আমি তোমার গুরুজন, তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, বিয়ে করো। দেরি কোরো না। এই ফাল্গুন মাসে ভালো দিন আছে।"

"আমার পাঁজিতে তিনশো পঁয়ষট্টি দিনই ভালো দিন। কিন্তু দিন যদি-বা থাকে, রাস্তা নেই। আমি একবার গেছি জেলে, এখনো আছি পিছল পথে জেলের কবলটার দিকে। ও পথে প্রজাপতির পেয়াদার চল নেই।"

"এখনকার মেয়েরাই বুঝি জেলখানাকে ভয় করে?"

"না করতে পারে, কিন্তু সপ্তপদী গমনের রাস্তা ওটা নয়। ও রাস্তায় বধূকে পাশে না

www.pathagar.com

রেখে মনের মধ্যে রাখলে জোর পাওয়া যায়। রইল চিরদিন আমার মনে।"

হরলিকস্ দুধের পাত্র টিপাইয়ের উপর রেখে সরলা চলে যাচ্ছিল। নীরজা বললে, "যেয়ো না, শোনো সরলা, এই ফোটোগ্রাফটা কার? চিনতে পার?"

সরলা বললে, "ও তো আমার।"

"তোমার সেই আগেকার দিনের ছবি। যখন তোমার জেঠামশায়ের ওখানে তোমরা দুজনে বাগানের কাজ করতে। দেখে মনে হচ্ছে, বয়সে পনেরো হবে। মরাঠি মেয়ের মতো মালকোঁচা দিয়ে শাড়ি পরেছ।"

"এ তুমি কোথা থেকে পেলে?"

"দেখেছিলুম ওর একটা ডেস্কের মধ্যে, তখন ভালো করে লক্ষ্য করি নি। আজ সেখান থেকে আনিয়ে নিয়েছি। ঠাকুরপো, তখনকার চেয়ে সরলাকে এখন আরো অনেক ভালো দেখতে হয়েছে। তোমার কী মনে হয়?"

রমেন বললে, "তখন কি কোনো সরলা কোথাও ছিল? অন্তত আমি তাকে জানতুম না। আমার কাছে এখনকার সরলাই একমাত্র সত্য। তুলনা করব কিসের সঙ্গে?"

নীরজা বললে, "ওর এখনকার চেহারা হৃদয়ের কোন্ একটা রহস্যে ঘন হয়ে ভরে উঠেছে—যেন যে মেঘ ছিল সাদা তার ভিতর থেকে শ্রাবণের জল আজ ঝরি-ঝরি করছে—একেই তোমরা রোম্যান্টিক বল, না ঠাকুরপো?"

সরলা চলে যেতে উদ্যত হল, নীরজা তাকে বললে, "সরলা, একটু বোসো। ঠাকুরপো, একবার পুরুষ-মানুষের চোখ দিয়ে সরলাকে দেখে নিই। ওর কী সকলের আগে চোখে পড়ে বলো দেখি।"

রমেন বললে, "সমস্তটাই একসঙ্গে।"

"নিশ্চয়ই ওর চোখ দুটো; কেমন একরকম গভীর করে চাইতে জানে। না, উঠো না সরলা! আর-একটু বোসো। ওর দেহটাও কেমন নিরেট নিটোল।"

"তুমি কি ওকে নিলেম করতে বসেছ নাকি বউদি? জানই তো অমনিতেই আমার উৎসাহের কিছু কমতি নেই।"

নীরজা দালালির উৎসাহে বলে উঠল, "ঠাকুরপো, দেখো সরলার হাত দুখানি, যেমন জোরালো তেমনি সুডোল, কোমল, তেমনি তার শ্রী। এমনটি আর দেখেছ?"

রমেন হেসে বললে, "আর-কোথাও দেখেছি কি না তার উত্তরটা তোমার মুখের সামনে রূঢ় শোনাবে।"

"অমন-দুটি হাতের 'পরে দাবি করবে না?"

"চিরদিনের দাবি নাই করলেম, ক্ষণে ক্ষণে দাবি করে থাকি। তোমাদের ঘরে যখন চা খেতে আসি তখন চায়ের চেয়ে বেশি কিছু পাই ঐ হাতের গুণে। সেই রসগ্রহণে পাণিগ্রহণের যেটুকু সম্পর্ক থাকে অভাগার পক্ষে সে-ই যথেষ্ট।"

সরলা মোড়া ছেড়ে উঠে পড়ল। ঘর থেকে বেরোবার উপক্রম করতেই রমেন দ্বার

www.pathagar.com

আগলে বললে, "একটা কথা দাও, তবে পথ ছাড়ব।"

"কী, বলো।"

"আজ শুক্লাচতুর্দশী। আমি মুসাফির আসব তোমার বাগিচায়, কথা যদি থাকে তবু কইবার দরকারই হবে না। আকাল পড়েছে, পেট ভরে দেখাই জোটে না। হঠাৎ এই ঘরে মুষ্টিভিক্ষার দেখা—এ মঞ্জুর নয়। আজ তোমাদের গাছতলায় বেশ একটু রয়ে-সয়ে মনটা ভরিয়ে নিতে চাই।"

সরলা সহজ সুরেই বললে, "আচ্ছা, এসো তুমি।"

রমেন খাটের কাছে ফিরে এসে বললে, "তবে আসি বউদি।"

"আর থাকবার দরকার কী! বউদিদির যে কাজটুকু ছিল, সে তো সারা হল।"

রমেন চলে গেল।

৪

রমেন চলে গেলে নীরজা হাতের মধ্যে মুখ লুকিয়ে বিছানায় পড়ে রইল। ভাবতে লাগল, এমন মন-মাতানো দিন তারও ছিল। কত বসন্তের রাতকে সে উতলা করেছে। সংসারের বারো-আনা মেয়ের মতো সে কি ছিল স্বামীর ঘরকন্নার আসবাব? বিছানায় শুয়ে শুয়ে কেবলই মনে পড়ে, কতদিন তার স্বামী তার অলক ধরে টেনে আর্দ্রকণ্ঠে বলেছে, 'আমার রঙমহলের সাকি'। দশ বছরে রঙ একটু ম্লান হয় নি, পেয়ালা ছিল ভরা। তার স্বামী তাকে বলত, 'সেকালে মেয়েদের পায়ের ছোঁয়া লেগে ফুল ধরত অশোকে, মুখমদের ছিটে পেলে বকুল উঠত ফুটে, আমার বাগানে সেই কালিদাসের কাল দিয়েছে ধরা। যে পথে রোজ তোমার পা পড়ে, তারই দু ধারে ফুল ফুটেছে রঙে রঙে, বসন্তের হাওয়ায় দিয়েছ মদ ছড়িয়ে, গোলাপ-বনে লেগেছে তার নেশা।' কথায় কথায় সে বলত, 'তুমি না থাকলে এই ফুলের স্বর্গে বেনের দোকান বৃত্রাসুর হয়ে দখল জমাত। আমার ভাগ্যগুণে তুমি আছ নন্দনবনের ইন্দ্রাণী।' হায় রে, যৌবন তো আজও ফুরোয় নি কিন্তু চলে গেল তার মহিমা। তাই তো ইন্দ্রাণী আপন আসন আজ ভরাতে পারছে না। সেদিন ওর মনে কোথাও কি ছিল লেশমাত্র ভয়? সে যেখানে ছিল সেখানে আর কেউই ছিল না, ওর আকাশে ও ছিল সকালবেলার অরুণোদয়ের মতো পরিপূর্ণ একা। আজ কোনোখানে একটু ছায়া দেখলেই বুক দুর্‌দুর্‌ করে উঠছে, নিজের উপর আর ভরসা নেই। নইলে কে ঐ সরলা, কিসের ওর গুমর! আজ তাকে নিয়েও সন্দেহে মন দুলে উঠছে। কে জানত বেলা না ফুরোতেই এত দৈন্য ঘটবে কপালে। এত দিন ধরে এত সুখ এত গৌরব অজস্র দিয়ে অবশেষে বিধাতা এমন করে চোরের মতো সিঁধ কেটে দত্তাপহরণ করলেন!

www.pathagar.com

"রোশ্‌নি, শুনে যা।"

"কী খোঁখী?"

"তোদের জামাইবাবু একদিন আমাকে ডাকত 'রঙমহলের রঙ্গিণী'। দশ বছর আমাদের বিয়ে হয়েছে, সেই রঙ তো এখনো ফিকে হয় নি, কিন্তু সেই রঙমহল?"

"যাবে কোথায়, আছে তোমার মহল। কাল তুমি সারারাত ঘুমোও নি, একটু ঘুমোও তো, পায়ে হাত বুলিয়ে দিই।"

"রোশ্‌নি, আজ তো পূর্ণিমার কাছাকাছি। এমন কত জ্যোৎস্নারাত্রে ঘুমোই নি। দুজনে বেড়িয়েছি বাগানে। সেই জাগা আর এই জাগা! আজ তো ঘুমোতে পারলে বাঁচি, কিন্তু পোড়া ঘুম আসতে চায় না যে।"

"একটু চুপ করে থাকো দেখি, ঘুম আপনি আসবে।"

"আচ্ছা, ওরা কি বাগানে বেড়ায় জ্যোৎস্নারাত্রে?"

"ভোরবেলাকার চালানের জন্য ফুল কাটতে দেখেছি। বেড়াবে কখন, সময় কোথায়?"

"মালীগুলো আজকাল খুব ঘুমোচ্ছে। তা হলে মালীদের বুঝি জাগায় না ইচ্ছে করেই?"

"তুমি নেই, এখন ওদের গায়ে হাত দেয় কার সাধ্যি?"

"ঐ না শুনলেম গাড়ির শব্দ?"

"হাঁ, বাবুর গাড়ি এল।"

"হাত-আয়নাটা এগিয়ে দে। বড়ো গোলাপটা নিয়ে আয় ফুলদানি থেকে। সেফ্‌টিপিনের বাক্সটা কোথায় দেখি। আজ আমার মুখ বড়ো ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। যা তুই ঘর থেকে।"

"যাচ্ছি, কিন্তু দুধ-বার্লি পড়ে আছে, খেয়ে নাও লক্ষ্মীটি।"

"থাক্ পড়ে, খাব না।"

"দু দাগ ওষুধ তোমার আজ খাওয়া হয় নি।"

"তোর বকতে হবে না, তুই যা বলছি, ঐ জানলাটা খুলে দিয়ে যা।"

আয়া চলে গেল। ঢং ঢং করে তিনটে বাজল। আরক্ত হয়ে এসেছে রোদ্দুরের রঙ, ছায়া হেলে পড়েছে পুব দিকে, বাতাস এল দক্ষিণ থেকে, ঝিলের জল উঠল টল্‌টল্ করে। মালীরা লেগেছে কাজে, নীরজা দূর থেকে যতটা পারে তাই দেখে।

দ্রুতপদে আদিত্য ছুটে এল ঘরে। হাত জোড়া বাসন্তী রঙের দেশি ল্যাবার্নম ফুলের মঞ্জরিতে। তাই দিয়ে ঢেকে দিল নীরজার পায়ের কাছটা। বিছানায় বসেই তার হাত চেপে ধরে বললে, "আজ কতক্ষণ তোমাকে দেখি নি নীরু।" শুনে নীরজা আর থাকতে পারলে না, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। আদিত্য খাটের থেকে নেমে মেজের উপর হাঁটু গেড়ে নীরজার গলা জড়িয়ে ধরলে, তার ভিজে গালে চুমো খেয়ে বললে, "মনে মনে তুমি নিশ্চয় জান আমার দোষ ছিল না।"

www.pathagar.com

"অত নিশ্চয় করে কী করে জানব বলো। আমার কি আর সেদিন আছে?"

"দিনের কথা হিসেব করে কী হবে। তুমি তো আমার সেই তুমিই আছ।"

"আজ যে আমার সকল-তাতেই ভয় করে। জোর পাই নে যে মনে।"

"অল্প একটু ভয় করতে ভালো লাগে। না? খোঁটা দিয়ে আমাকে একটুখানি উস্‌কিয়ে দিতে চাও। এ চাতুরী মেয়েদের স্বভাবসিদ্ধ।"

"আর ভুলে-যাওয়া বুঝি পুরুষদের স্বভাবসিদ্ধ নয়?"

"ভুলতে ফুরসত দাও কই?"

"বোলো না, বোলো না, পোড়া বিধাতার শাপে লম্বা ফুরসত দিয়েছি যে।"

"উলটো বললে। সুখের দিনে ভোলা যায়, ব্যথার দিনে নয়।"

"সত্যি বলো, আজ সকালে তুমি ভুলে চলে যাও নি?"

"কী কথা বলো তুমি! চলে যেতে হয়েছিল কিন্তু যতক্ষণ না ফিরেছি মনে স্বস্তি ছিল না।"

"কেমন করে বসেছ তুমি। তোমার পা-দুটো বিছানায় তোলো।"

"বেড়ি দিতে চাও পাছে পালাই?"

"হাঁ, বেড়ি দিতে চাই। জনমে মরণে তোমার পা দুখানি নিঃসন্দেহে রইল আমার কাছে বাঁধা।"

"মাঝে মাঝে একটু একটু সন্দেহ কোরো, তাতে আদরের স্বাদ বাড়ায়।"

"না, একটুও সন্দেহ না। এতটুকুও না। তোমার মতো এমন স্বামী কোন্ মেয়ে পেয়েছে? তোমাকেও সন্দেহ, তাতে যে আমাকেই ধিক্কার!"

"আমিই তা হলে তোমাকে সন্দেহ করব, নইলে জমবে না নাটক।"

"তা কোরো, কোনো ভয় নেই। সেটা হবে প্রহসন।"

"যাই বল, আজ কিন্তু রাগ করছিলে আমার 'পরে।"

"কেন আবার সে কথা। শাস্তি তোমাকে দিতে হবে না—নিজের মধ্যেই তার দণ্ডবিধান।"

"দণ্ড কিসের জন্য! রাগের তাপ যদি মাঝে মাঝে দেখা না দেয় তা হলে বুঝব ভালোবাসার নাড়ী ছেড়ে গেছে।"

"যদি কোনোদিন ভুলে তোমার উপরে রাগ করি, নিশ্চয় জেনো সে আমি নয়, কোনো অপদেবতা আমার উপরে ভর করেছে।"

"অপদেবতা আমাদের সকলেরই একটা করে থাকে, মাঝে মাঝে অকারণে জানান দেয়! সুবুদ্ধি যদি আসে, রামনাম করি, দেয় সে দৌড়।"

আয়া ঘরে এল। বললে, "জামাইবাবু, আজ সকাল থেকে খোঁখী দুধ খায় নি, ওষুধ খায় নি, মালিশ করে নি। এমন করলে আমরা ওর সঙ্গে পারব না।" বলেই হন্‌হন্ করে হাত দুলিয়ে চলে গেল।

www.pathagar.com

শুনেই আদিত্য দাঁড়িয়ে উঠল, বললে, "এবার তবে আমি রাগ করি?"

"হাঁ, করো, খুব রাগ করো, যত পার রাগ করো, অন্যায় করেছি, কিন্তু মাপ কোরো তার পরে।"

আদিত্য দরজার কাছে এসে ডাক দিতে লাগল, "সরলা, সরলা।"

শুনেই নীরজার শিরায় শিরায় যেন ঝন্‌ঝন্ করে উঠল। বুঝলে বেঁধানো কাঁটায় হাত পড়েছে।

সরলা এল ঘরে। আদিত্য বিরক্ত হয়ে প্রশ্ন করলে, "নীরুকে ওষুধ দাও নি আজ, সারাদিন কিছু খেতেও দেওয়া হয় নি?"

নীরজা বলে উঠল, "ওকে বকছ কেন? ওর দোষ কী? আমিই দুষ্টুমি করে খাই নি, আমাকে বকো–না। সরলা, তুমি যাও; মিছে কেন দাঁড়িয়ে বকুনি খাবে?"

"যাবে কী, ওষুধ বের করে দিক। হরলিকস্ মিল্ক তৈরি করে আনুক।"

"আহা, সমস্ত দিন ওকে মালীর কাজে খাটিয়ে মার', তার উপরে আবার নার্সের কাজ কেন? একটু দয়া হয় না তোমার মনে? আয়াকে ডাকো–না।"

"আয়া কি ঠিকমত পারবে এ–সব কাজ?"

"ভারি তো কাজ, খুব পারবে। আরো ভালোই পারবে।"

"কিন্তু—"

"কিন্তু আবার কিসের? আয়া আয়া!"

"অত উত্তেজিত হোয়ো না। একটা বিপদ ঘটাবে দেখছি।"

"আমি আয়াকে ডেকে দিচ্ছি" বলে সরলা চলে গেল। নীরজার কথার যে একটা প্রতিবাদ করবে, সেও তার মুখে এল না। আদিত্য মনে মনে আশ্চর্য হল; ভাবলে, সরলাকে কি সত্যিই অন্যায় খাটানো হচ্ছে!

ওষুধ পথ্য হয়ে গেলে আদিত্য আয়াকে বললে, "সরলাদিদিকে ডেকে দাও।"

"কথায় কথায় কেবলই সরলাদিদি, বেচারাকে তুমি অস্থির করে তুলবে দেখছি।"

"কাজের কথা আছে।"

"থাক্–না এখন কাজের কথা।"

"বেশিক্ষণ লাগবে না।"

"সরলা মেয়েমানুষ, ওর সঙ্গে এত কাজের কথা কিসের? তার চেয়ে হলা মালীকে ডাকো–না।"

"তোমাকে বিয়ে করবার পর থেকে একটা কথা আবিষ্কার করেছি যে, মেয়েরাই কাজের, পুরুষেরা হাড়ে অকেজো। আমরা কাজ করি দায়ে পড়ে, তোমরা কাজ করো প্রাণের উৎসাহে। এই সম্বন্ধে একটা থিসিস লিখব মনে করেছি। আমার ডায়রি থেকে বিস্তর উদাহরণ পাওয়া যাবে।"

"সেই মেয়েকেই আজ তার প্রাণের কাজ থেকে বঞ্চিত করেছে যে বিধাতা, তাকে

www.pathagar.com

কী বলে নিন্দে করব? ভূমিকম্পে হুড়মুড় করে আমার কাজের চূড়া পড়েছে ভেঙে, তাই তো পোড়োবাড়িতে ভূতের বাসা হল।"

সরলা এল। আদিত্য জিজ্ঞাসা করলে, "অর্কিড-ঘরের কাজ হয়ে গেছে?"

"হাঁ, হয়ে গেছে।"

"সবগুলো?"

"সবগুলোই।"

"আর গোলাপের কাটিং?"

"মালী তার জমি তৈরি করছে।"

"জমি! সে তো আমি আগেই তৈরি করে রেখেছি। হলা মালীর উপর ভার দিয়েছ, তা হলেই দাঁতন-কাঠির চাষ হবে আর-কি!"

কথাটাতে তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে নীরজা বললে, "সরলা, যাও তো—কমলালেবুর রস করে নিয়ে এসো গে, তাতে একটু আদার রস দিয়ো, আর মধু।"

সরলা মাথা হেঁট করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

নীরজা জিজ্ঞাসা করলে, "আজ তুমি ভোরে উঠেছিলে, যেমন আমরা রোজ উঠতুম?"

"হাঁ, উঠেছিলুম।"

"ঘড়িতে তেমনি এলার্মের দম দেওয়া ছিল?"

"ছিল বৈকি।"

"সেই নিমগাছতলায় সেই কাটা গাছের গুঁড়ি। তার উপরে চায়ের সরঞ্জাম। সব ঠিক রেখেছিল বাসু?"

"রেখেছিল। নইলে খেসারতের দাবিতে নালিশ রুজু করতুম তোমার আদালতে।"

"দুটো চৌকিই পাতা ছিল?"

"পাতা ছিল সেই আগেকার মতোই। আর ছিল সেই নীল-পাড়-দেওয়া বাসন্তী রঙের চায়ের সরঞ্জাম; দুধের জ্যগ রুপোর, ছোটো সাদা পাথরের বাটিতে চিনি, আর ড্রাগন-আঁকা জাপানি ট্রে।"

"অন্য চৌকিটা খালি রাখলে কেন?"

"ইচ্ছে করে রাখি নি। আকাশে তারাগুলো গোনাগুনতি ঠিকই ছিল, কেবল শুক্লপঞ্চমীর চাঁদ রইল দিগন্তের বাইরে। সুযোগ থাকলে তাকে আনতেম ধরে।"

"সরলাকে কেন ডাক না তোমার চায়ের টেবিলে?"

এর উত্তরে বললেই হত, 'তোমার আসনে আর কাউকে ডাকতে মন যায় না।' সত্যবাদী তা না বলে বললে, "সকালবেলায় বোধহয় সে জপতপ কিছু করে, আমার মতো ভজনপূজনহীন ম্লেচ্ছ তো নয়।"

"চা খাওয়ার পরে আজ বুঝি অর্কিড-ঘরে তাকে নিয়ে গিয়েছিলে?"

www.pathagar.com

"হাঁ, কিছু কাজ ছিল, ওকে বুঝিয়ে দিয়েই ছুটতে হল দোকানে।"

"আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সরলার সঙ্গে রমেনের বিয়ে দাও না কেন?"

"ঘটকালি কি আমার ব্যবসা?"

"না, ঠাট্টা নয়। বিয়ে তো করতেই হবে, রমেনের মতো পাত্র পাবে কোথায়?"

"পাত্র আছে এক দিকে, পাত্রীও আছে আর-এক দিকে, মাঝখানটাতে মন আছে কি না সে খবর নেবার ফুরসত পাই নি। দূরের থেকে মনে হয় যেন ঐখানটাতেই খটকা।"

একটু ঝাঁজের সঙ্গে বললে নীরজা, "কোনো খটকা থাকত না যদি তোমার সত্যিকার আগ্রহ থাকত।"

"বিয়ে করবে অন্য পক্ষ, সত্যিকার আগ্রহটা থাকবে একা আমার, এটাতে কি কাজ চলে। তুমি চেষ্টা দেখো-না।"

"কিছুদিন গাছপালা থেকে ঐ মেয়েটার দৃষ্টিটাকে ছুটি দাও দেখি, ঠিক জায়গায় আপনি চোখ পড়বে।"

"শুভদৃষ্টির আলোতে গাছপালা পাহাড়পর্বত সমস্তই স্বচ্ছ হয়ে যায়। ও এক জাতের এক্‌স্‌রে আর-কি।"

"মিছে বকছ। আসল কথা, তোমার ইচ্ছে নয় বিয়েটা ঘটে।"

"এতক্ষণে ধরেছ ঠিক। সরলা গেলে আমার বাগানের দশা কী হবে বলো। লাভ-লোকসানের কথাটাও ভাবতে হয়। ও কী ও, হঠাৎ তোমার বেদনাটা বেড়ে উঠল নাকি?"

উদ্‌বিগ্ন হয়ে উঠল আদিত্য। নীরজা রুক্ষ গলায় বললে, "কিছু হয় নি। আমার জন্যে তোমাকে অত ব্যস্ত হতে হবে না।"

স্বামী যখন উঠি-উঠি করছে সে বলে উঠল, "আমাদের বিয়ের পরেই ঐ অর্কিড-ঘরের প্রথম পত্তন, ভুলে যাও নি তো সে কথা? তার পরে দিনে দিনে আমরা দুজনে মিলে ঐ ঘরটাকে সাজিয়ে তুলেছি। ওটাকে নষ্ট করতে দিতে তোমার মনে একটুও লাগে না!"

আদিত্য বিস্মিত হয়ে বললে, "সে কেমন কথা। নষ্ট হতে দেবার শখ আমার দেখলে কোথায়!"

উত্তেজিত হয় নীরজা বললে, "সরলা কী জানে ফুলের বাগানের?"

"বল কী! সরলা জানে না! যে মেসোমশায়ের ঘরে আমি মানুষ, তিনি যে সরলার জেঠামশায়। তুমি তো জান তাঁরই বাগানে আমার হাতেখড়ি। জেঠামশায় বলতেন, 'ফুলের বাগানের কাজ মেয়েদেরই, আর গোরু দোয়ানো।' তাঁর সব কাজে ও ছিল তাঁর সঙ্গিনী।"

"আর তুমি ছিলে সঙ্গী।"

www.pathagar.com

"ছিলেম বৈকি। কিন্তু আমাকে করতে হত কলেজের পড়া, ওর মতো অত সময় দিতে পারি নি। ওকে মেসোমশায় নিজে পড়াতেন।"

"সেই বাগান নিয়ে তোমার মেসোমশায়ের সর্বনাশ হয়ে গেল। এমনি ও-মেয়ের পয়। আমার তো তাই ভয় করে। অলক্ষুনে মেয়ে। দেখো-না মাঠের মতো কপাল, ঘোড়ার মতন লাফিয়ে চলন। মেয়েমানুষের পুরুষালি বুদ্ধিটা ভালো নয়। ওতে অকল্যাণ ঘটায়।"

"তোমার আজ কী হয়েছে বলো তো নীরু! কী কথা বলছ! মেসোমশায় বাগান করতেই জানতেন, ব্যবসা করতে জানতেন না। ফুলের চাষ করতে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়, নিজের লোকসান করতেও তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিল না। সকলের কাছে তিনি নাম পেতেন, দাম পেতেন না। বাগান করবার জন্যে আমাকে যখন মূলধনের টাকা দিয়েছিলেন আমি কি জানতুম তখনই তাঁর তহবিল ডুবোডুবো। আমার একমাত্র সান্ত্বনা এই যে, তাঁর মরবার আগেই সমস্ত দিয়েছি শোধ করে।"

সরলা কমলালেবুর রস নিয়ে এল। নীরজা বললে, "ঐখানে রেখে যাও।" রেখে সরলা চলে গেল। পাত্রটা পড়ে রইল, ও ছুঁলোই না।

"সরলাকে তুমি বিয়ে করলে না কেন?"

"শোনো একবার কথা! বিয়ের কথা কোনোদিন মনেও আসে নি।"

"মনেও আসে নি! এই বুঝি তোমার কবিত্ব!"

"জীবনে কবিত্বের বালাই প্রথম দেখা দিল যেদিন তোমাকে দেখলুম। তার আগে আমরা দুই বুনোয় মিলে দিন কাটিয়েছি বনের ছায়ায়। নিজেদের ছিলুম ভুলে। হাল আমলের সভ্যতায় যদি মানুষ হতুম তা হলে কী হত বলা যায় না।"

"কেন, সভ্যতার অপরাধটা কী?"

"এখনকার সভ্যতাটা দুঃশাসনের মতো হৃদয়ের বস্ত্রহরণ করতে চায়। অনুভব করবার পূর্বেই সেয়ানা করে তোলে চোখে আঙুল দিয়ে। গন্ধের ইশারা ওর পক্ষে বেশি সূক্ষ্ম,, খবর নেয় পাপড়ি ছিঁড়ে।"

"সরলাকে তো দেখতে মন্দ নয়।"

"সরলাকে জানতুম সরলা বলেই। ও দেখতে ভালো কি মন্দ সে-তত্ত্বটা সম্পূর্ণ বাহুল্য ছিল।"

"আচ্ছা, সত্যি বলো, ওকে তুমি ভালোবাসতে না?"

"নিশ্চয় ভালোবাসতুম। আমি কি জড় পদার্থ যে ওকে ভালোবাসব না? মেসোমশায়ের ছেলে রেঙ্গুনে ব্যারিস্টারি করে, তার জন্যে কোনো ভাবনা নেই। তাঁর বাগানটি নিয়ে সরলা থাকবে এই ছিল তাঁর জীবনের সাধ। এমনকি, তাঁর বিশ্বাস ছিল এই বাগানই ওর সমস্ত মনপ্রাণ অধিকার করবে। ওর বিয়ে করবার গরজ থাকবে না। তার পরে তিনি চলে গেলেন, অনাথা হল সরলা, পাওনাদারের হাতে বাগানটি গেল

www.pathagar.com

বিকিয়ে। সেদিন আমার বুক ভেঙে গিয়েছিল, দেখ নি কি তুমি? ও যে ভালোবাসবার জিনিস, ভালোবাসব না ওকে! মনে তো আছে একদিন সরলার মুখে হাসি-খুশি ছিল উচ্ছ্বসিত। মনে হত যেন পাখির ওড়া ছিল ওর পায়ের চলার মধ্যে। আজ ও চলেছে বুক-ভরা বোঝা বয়ে বয়ে, তবু ভেঙে পড়ে নি। একদিনের জন্যে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে নি আমারও কাছে, নিজেকে তার অবকাশও দিলে না।"

আদিত্যের কথা চাপা দিয়ে নীরজা বললে, "থামো গো থামো, অনেক শুনেছি ওর কথা তোমার কাছে, আর বলতে হবে না। অসামান্য মেয়ে। সেইজন্যে বলেছি, ওকে সেই বারাসতের মেয়ে-স্কুলের হেড্‌মিস্‌ট্রেস করে দাও। তারা তো কতবার ধরাধরি করেছে।"

"বারাসতের মেয়ে-ইস্কুল? কেন, আন্ডামানও তো আছে।"

"না, ঠাট্টা নয়। সরলাকে তোমার বাগানের আর যে-কোনো কাজ দিতে হয় দিয়ো, কিন্তু ঐ অর্কিড-ঘরের কাজ দিতে পারবে না।"

"কেন, হয়েছে কী?"

"আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি, সরলা অর্কিড ভালো বোঝে না।"

"আমিও তোমাকে বলছি, আমার চেয়ে সরলা ভালো বোঝে। মেসোমশায়ের প্রধান শখ ছিল অর্কিডে। তিনি নিজের লোক পাঠিয়ে সেলিবিস থেকে, জাভা থেকে, এমনকি, চীন থেকে অর্কিড আনিয়েছেন, তার দরদ বোঝে এমন লোক তখন ছিল না।"

কথাটা নীরজা জানে, সেইজন্যে কথাটা তার অসহ্য।

"আচ্ছা আচ্ছা, বেশ বেশ, ও নাহয় আমার চেয়ে ঢের ভালো বোঝে, এমনকি, তোমার চেয়েও। তা হোক, তবু বলছি ঐ অর্কিডের ঘর শুধু তোমার আমার, ওখানে সরলার কোনো অধিকার নেই। তোমার সমস্ত বাগানটা ওকেই দিয়ে দাও-না যদি তোমার নিতান্ত ইচ্ছে হয়; কেবল খুব অল্প একটু কিছু রেখো যেটুকু কেবল আমাকেই উৎসর্গ-করা। এতকাল পরে অন্তত এইটুকু দাবি করতে পারি। কপালদোষে নাহয় আজ আছি বিছানায় প'ড়ে, তাই বলে—" কথা শেষ করতে পারলে না, বালিশে মুখ গুঁজে অশান্ত হয়ে কাঁদতে লাগল।

স্তম্ভিত হয়ে গেল আদিত্য। ঠিক যেন এতদিন স্বপ্নে চলছিল, ঠোকর খেয়ে উঠল চমকে। এ কী ব্যাপার! বুঝতে পারল এই কান্না অনেক দিনকার। বেদনার ঘূর্ণিবাতাস নীরজার অন্তরে অন্তরে বেগ পেয়ে উঠেছিল দিনে দিনে, আদিত্য জানতে পারে নি মুহূর্তের জন্যেও। এমন নির্বোধ যে, মনে করেছিল, সরলা বাগানের যত্ন করতে পারে এতে নীরজা খুশি। বিশেষত ঋতুর হিসাব করে বাছাই-করা ফুলের কেয়ারি সাজাতে ও অদ্বিতীয়। আজ হঠাৎ মনে পড়ল—এক দিন যখন কোনো উপলক্ষে সরলার প্রশংসা ক'রে ও বলেছিল 'কামিনীর বেড়া এমন মানানসই করে আমি তো লাগাতে পারতুম না', তখন তীব্র হেসে বলেছে নীরজা, 'ওগো মশায়,

www.pathagar.com

উচিত পাওনার চেয়ে বেশি দিলে আখেরে মানুষের লোকসান করাই হয়।' আদিত্যের আজ মনে পড়ল, গাছপালা সম্বন্ধে কোনোমতে সরলার একটা ভুল যদি ধরতে পারত নীরজা উচ্চহাস্যে কথাটাকে ফিরে ফিরে মুখরিত করে তুলত। স্পষ্ট মনে পড়ল, ইংরেজি বই খুঁজে খুঁজে নীরজা মুখস্থ করে রাখত অল্পপরিচিত ফুলের উদ্ভট নাম; ভালোমানুষের মতো জিজ্ঞাসা করত সরলাকে, যখন সে ভুল করত, তখন থামতে চাইত না ওর হাসির হিল্লোল—'ভারি পণ্ডিত, কে না জানে ওর নাম ক্যাসিয়া জাভানিকা! আমার হলা মালীও বলতে পারে।'

আদিত্য অনেকক্ষণ ধরে বসে ভাবলে। তার পরে হাত ধরে বললে, "কেঁদো না নীরু, বলো কী করব। তুমি কি চাও সরলাকে বাগানের কাজে না রাখি?"

নীরজা হাত ছিনিয়ে নিয়ে বললে, "কিছু চাই নে, কিচ্ছু না, ও তো তোমারই বাগান। তুমি যাকে খুশি রাখতে পারো, আমার তাতে কী!"

"নীরু, এমন কথা তুমি বলতে পারলে, আমারই বাগান! তোমার নয়? আমাদের মধ্যে এই ভাগ হয়ে গেল কবে থেকে?"

"যবে থেকে তোমার রইল বিশ্বের আর-সমস্ত কিছু আর আমার রইল কেবল এই ঘরের কোণ। আমার এই ভাঙা প্রাণ নিয়ে দাঁড়াব কিসের জোরে তোমার ঐ আশ্চর্য সরলার সামনে? আমার সে শক্তি আজ কোথায় যে তোমার সেবা করি, তোমার বাগানের কাজ করি?"

"নীরু, তুমি তো কতদিন এর আগে আপনি সরলাকে ডেকে পাঠিয়েছ, নিয়েছ ওর পরামর্শ। মনে নেই কি এই কয়েক বছর আগে বাতাবি লেবুর সঙ্গে কলম্বা লেবুর কলম বেঁধেছ দুইজনে, আমাকে আশ্চর্য করে দেবার জন্যে।"

"তখন তো ওর এত গুমর ছিল না। বিধাতা যে আমারই দিকে আজ অন্ধকার করে দিলে, তাই তো তোমার কাছে হঠাৎ ধরা পড়ছে—ও এত জানে, ও তত জানে, অর্কিড চিনতে আমি ওর কাছে লাগি নে। সেদিন তো এ-সব কথা কোনোদিন শুনি নি। তবে আজ আমার এই দুর্ভাগ্যের দিনে কেন দুজনের তুলনা করতে এলে? আজ আমি ওর সঙ্গে পারব কেন? মাপে সমান হব কী নিয়ে?"

"নীরু, আজ তোমার কাছে এই যা-সব শুনছি তার জন্য একটুও প্রস্তুত ছিলুম না। মনে হচ্ছে এ যেন আমার নীরুর কথা নয়, এ যেন আর-কেউ।"

"না গো না, সেই নীরুই বটে। তার কথা এত দিনেও তুমি বুঝলে না। এই আমার সবচেয়ে শাস্তি। বিয়ের পর যেদিন আমি জেনেছিলেম তোমার বাগান তোমার প্রাণের মতো প্রিয়, সেদিন থেকে ঐ বাগান আর আমার মধ্যে ভেদ রাখি নি একটুকুও। নইলে তোমার বাগানের সঙ্গে আমার ভীষণ ঝগড়া বাধত, ওকে সইতে পারতুম না। ও হত আমার সতিন। তুমি তো জান আমার দিন-রাতের সাধনা। জান কেমন করে ওকে মিলিয়ে নিয়েছি আমার মধ্যে। একেবারে এক হয়ে গেছি ওর সঙ্গে।"

www.pathagar.com

"জানি বৈকি। আমার সব-কিছুকে নিয়েই যে তুমি।"

"ও-সব কথা রাখো। আজ দেখলুম ঐ বাগানের মধ্যে অনায়াসে প্রবেশ করলে আর-একজন। কোথাও একটুও ব্যথা লাগল না। আমার দেহখানাকে চিরে ফেলবার কথা কি মনে করতেও পারতে আর-কারু প্রাণ তার মধ্যে চালিয়ে দেবার জন্যে! আমার ঐ বাগান কি আমার দেহ নয়? আমি হলে কি এমন করতে পারতুম?"

"কী করতে তুমি?"

"বলব কী করতুম? বাগান ছারখার হয়ে যেত হয়তো। ব্যবসা হত দেউলে। একটার জায়গায় দশটা মালী রাখতুম কিন্তু আসতে দিতুম না আর কোনো মেয়েকে, বিশেষত এমন কাউকে যার মনে গুমর আছে—সে আমার চেয়েও বাগানের কাজ ভালো জানে। ওর এই অহংকার দিয়ে তুমি আমাকে অপমান করবে প্রতিদিন, যখন আমি আজ মরতে বসেছি, যখন উপায় নেই নিজের শক্তি প্রমাণ করবার? এমনটা কেন হতে পারল, বলব?"

"বলো।"

"তুমি আমার চেয়ে ওকে ভালোবাস বলে। এতদিন সে কথা লুকিয়ে রেখেছিলে।"

আদিত্য কিছুক্ষণ মাথার চুলের মধ্যে হাত গুঁজে বসে রইল। তার পরে বিহ্বলকণ্ঠে বললে, "নীরু, দশ বৎসর তুমি আমাকে জেনেছ, সুখে দুঃখে নানা অবস্থায় নানা কাজে, তার পরেও তুমি যদি এমন কথা আজ বলতে পার তবে আমি কোনো জবাব করব না। চললুম। কাছে থাকলে তোমার শরীর খারাপ হবে। ফর্নারির পাশে যে জাপানি ঘর আছে সেইখানে থাকব। যখন আমাকে দরকার হবে ডেকে পাঠিয়ো।"

৫

দিঘির ও-পারের পাড়িতে চালতা গাছের আড়ালে চাঁদ উঠছে, জলে পড়েছে ঘন কালো ছায়া। এ-পারে বাসন্তী গাছে কচি পাতা শিশুর ঘুমভাঙা চোখের মতো রাঙা, তার কাঁচাসোনার বরন ফুল, ঘন গন্ধ ভারী হয়ে জমে উঠেছে গন্ধের কুয়াশা যেন। জোনাকির দল ঝল্‌মল্ করছে জারুল গাছের ডালে। শান-বাঁধানো ঘাটের বেদীর উপর স্তব্ধ হয়ে বসে আছে সরলা। বাতাস নেই কোথাও, পাতায় নেই কাঁপন, জল যেন কালো ছায়ার ফ্রেমে বাঁধানো পালিশ-করা রুপোর আয়না।

পিছনের দিক থেকে প্রশ্ন এল, "আসতে পারি কি?"

সরলা স্নিগ্ধ কণ্ঠে উত্তর দিলে, "এসো।" রমেন বসল ঘাটের সিঁড়ির উপর, পায়ের কাছে। সরলা ব্যস্ত হয়ে বললে, "কোথায় বসলে রমেনদাদা, উপরে এসো।"

রমেন বললে, "জান দেবীদের বর্ণনা-আরম্ভ পদপল্লব থেকে? পাশে জায়গা থাকে

www.pathagar.com

তো পরে বসব। দাও তোমার হাতখানি, অভ্যর্থনা শুরু করি বিলিতি মতে।"

সরলার হাত নিয়ে চুম্বন করলে। বললে, "সম্রাজ্ঞীর অভিবাদন গ্রহণ করো।"

তার পরে উঠে দাঁড়িয়ে অল্প একটুখানি আবির নিয়ে দিলে ওর কপালে মাখিয়ে।

"এ আবার কী?"

"জান না আজ দোলপূর্ণিমা? তোমাদের গাছে গাছে ডালে ডালে রঙের ছড়াছড়ি। বসন্তে মানুষের গায়ে তো রঙ লাগে না, লাগে তার মনে। সেই রঙটাকে বাইরে প্রকাশ করতে হবে, নইলে, বনলক্ষ্মী, অশোকবনে তুমি নির্বাসিত হয়ে থাকবে।"

"তোমার সঙ্গে কথার খেলা করি এমন ওস্তাদি নেই আমার।"

"কথার দরকার কিসের। পুরুষ পাখিই গান করে, তোমরা মেয়ে পাখি চুপ করে শুনলেই উত্তর দেওয়া হল। এইবার বসতে দাও পাশে।"

পাশে এসে বসল। অনেকক্ষণ চুপ করে রইল দুজনেই। হঠাৎ সরলা প্রশ্ন করলে, "রমেনদা, জেলে যাওয়া যায় কী করে, পরামর্শ দাও আমাকে।"

"জেলে যাবার রাস্তা এত অসংখ্য এবং আজকাল এত সহজ যে কী করে জেলে না যাওয়া যায় সেই পরামর্শই কঠিন হয়ে উঠল। এ যুগে গোরার বাঁশি ঘরে টিকতে দিল না।"

"না, আমি ঠাট্টা করছি নে, অনেক ভেবে দেখলুম আমার মুক্তি ঐখানেই।"

"ভালো করে খুলে বলো তোমার মনের কথাটা।"

"বলছি সব কথা। সম্পূর্ণ বুঝতে পারতে, যদি আদিৎদার মুখখানা দেখতে পেতে।"

"আভাসে কিছু দেখেছি।"

"আজ বিকেলবেলায় একলা ছিলেম বারান্দায়। আমেরিকা থেকে ফুলগাছের ছবি-দেওয়া ক্যাটালগ এসেছে, দেখছিলেম পাতা উলটিয়ে; রোজ বিকেলে সাড়ে চারটার মধ্যে চা খাওয়া সেরে আদিৎদা আমাকে ডেকে নেন বাগানের কাজে। আজ দেখি অন্যমনে বেড়াচ্ছেন ঘুরে ঘুরে; মালীরা কাজ করে যাচ্ছে তাকিয়েও দেখছেন না। মনে হল আমার বারান্দার দিকে আসবেন বুঝি, দ্বিধা করে গেলেন ফিরে। অমন শক্ত লম্বা মানুষ; জোরে চলা, জোরে কাজ, সব দিকেই সজাগ দৃষ্টি, কড়া মনিব অথচ মুখে ক্ষমার হাসি; আজ সেই মানুষের সেই চলন নেই, দৃষ্টি নেই বাইরে, কোথায় তলিয়ে আছেন মনের ভিতরে। অনেকক্ষণ পরে ধীরে ধীরে এলেন কাছে। অন্যদিন হলে তখনই হাতের ঘড়িটা দেখিয়ে বলতেন, 'সময় হয়েছে', আমিও উঠে পড়তুম। আজ তা না বলে আস্তে আস্তে পাশে চৌকি টেনে নিয়ে বসলেন। বললেন, 'ক্যাটালগ দেখছ বুঝি?' আমার হাত থেকে ক্যাটালগ নিয়ে পাতা ওলটাতে লাগলেন। কিছু যে দেখলেন তা মনে হল না। হঠাৎ একবার আমার মুখের দিকে চাইলেন, যেন পণ করলেন আর দেরি না করে এখনই কী একটা বলাই চাই। আবার তখনই পাতার দিকে চোখ নামিয়ে বললেন, 'দেখেছ সরি, কত বড়ো ন্যাস্‌টার্শিয়াম্?' কণ্ঠে গভীর ক্লান্তি। তার পর অনেকক্ষণ কথা নেই, চলল পাতা

www.pathagar.com

ওলটানো। আর-একবার হঠাৎ আমার মুখের দিকে চাইলেন, চেয়েই ধাঁ করে বই বন্ধ করে আমার কোলের উপর ফেলে দিয়ে উঠে পড়লেন। আমি বললেম, 'যাবে না বাগানে?' আদিৎদা বললেন, 'না ভাই, বাইরে বেরোতে হবে, কাজ আছে'। বলেই তাড়াতাড়ি নিজেকে যেন ছিঁড়ে নিয়ে চলে গেলেন।"

"আদিৎদা তোমাকে কী বলতে এসেছিলেন; কী আন্দাজ কর তুমি?"

"বলতে এসেছিলেন, 'আগেই ভেঙেছে তোমার এক বাগান—এবার হুকুম এল, তোমার কপালে আর-এক বাগান ভাঙবে।' "

"তাই যদি ঘটে সরি, তা হলে জেলে যাবার স্বাধীনতা যে আমার থাকবে না।"

সরলা ম্লান হেসে বললে, "তোমার সে রাস্তা কি আমি বন্ধ করতে পারি? সম্রাট্‌বাহাদুর স্বয়ং খোলসা রাখবেন।"

"তুমি বৃন্তচ্যুত হয়ে পড়ে থাকবে রাস্তায়, আর আমি শিকলে ঝংকার দিতে দিতে চমক লাগিয়ে চলব জেলখানায়, এ কি কখনো হতে পারে? এখন থেকে তা হলে যে আমাকে এই বয়সে ভালোমানুষ হতে শিখতে হবে।"

"কী করবে তুমি?"

"তোমার অশুভগ্রহের সঙ্গে লড়াই ঘোষণা করে দেব। কুষ্টি থেকে তাকে তাড়াব। তার পরে লম্বা ছুটি পাব, এমনকি, কালাপানির পার পর্যন্ত।"

"তোমার কাছে কোনো কিছুই লুকোতে পারি নে। একটা কথা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠছে কিছুদিন থেকে। আজ সেটা তোমাকে বলব, কিছু মনে কোরো না।"

"না বললে মনে করব।"

"ছেলেবেলা থেকে আদিৎদার সঙ্গে একত্রে মানুষ হয়েছি। ভাই বোনের মতো নয়, দুই ভাইয়ের মতো। নিজের হাতে দুজনে পাশাপাশি মাটি কুপিয়েছি, গাছ কেটেছি। জেঠাইমা আর মা দু-তিন দিন পরে পরে মারা যান টাইফয়েডে, আমার বয়স তখন ছয়। বাবার মৃত্যু তার দু বছর পরে। জেঠামশাইয়ের মস্ত সাধ ছিল আমিই তাঁর বাগানটিকে বাঁচিয়ে রাখব আমার প্রাণ দিয়ে। তেমনি করেই আমাকে তৈরি করেছিলেন। কাউকে তিনি অবিশ্বাস করতে জানতেন না। যে বন্ধুদের টাকা ধার দিয়েছিলেন তারা শোধ ক'রে বাগানকে দায়মুক্ত করবে এতে তাঁর সন্দেহ ছিল না। শোধ করেছেন কেবল আদিৎদা, আর কেউ না। এই ইতিহাস হয়তো তুমি কিছু কিছু জান কিন্তু তবু আজ সব কথা গোড়া থেকে বলতে ইচ্ছে করছে।"

"সমস্ত আবার নূতন লাগছে আমার।"

"তার পরে জান হঠাৎ সবই ডুবল। যখন ডাঙায় টেনে তুলল বন্যা থেকে, তখন আর-একবার আদিৎদার পাশে এসে ঠেকল আমার ভাগ্য। মিললুম তেমনি করেই—আমরা দুই ভাই, আমরা দুই বন্ধু। তার পর থেকে আদিৎদার আশ্রয়ে আছি এও যেমন সত্যি, তাঁকে আশ্রয় দিয়েছি সেও তেমনি সত্যি। পরিমাণে আমার দিক থেকে কিছু

www.pathagar.com

কম হয় নি, এ আমি জোর করে বলব। তাই আমার পক্ষে একটুও কারণ ঘটে নি সংকোচ করবার। এর আগে একত্রে ছিলেম যখন, তখন আমাদের যে বয়স ছিল সেই বয়সটা নিয়েই যেন ফিরলুম, সেই সম্বন্ধ নিয়ে। এমনি করেই চিরদিন চলে যেতে পারত। আর বলে কী হবে!"

"কথাটা শেষ করে ফেলো।"

"হঠাৎ আমাকে ধাক্কা মেরে কেন জানিয়ে দিলে যে আমার বয়স হয়েছে! যেদিনকার আড়ালে একসঙ্গে কাজ করেছি সেদিনকার আবরণ উড়ে গেছে এক মুহূর্তে। তুমি নিশ্চয় সব জান রমেনদা, আমার কিছুই ঢাকা থাকে না তোমার চোখে। আমার উপরে বউদির রাগ দেখে প্রথম-প্রথম ভারি আশ্চর্য লেগেছিল, কিছুতেই বুঝতে পারি নি। এতদিন দৃষ্টি পড়ে নি নিজের উপর, বউদিদির বিরাগের আগুনের আভায় দেখতে পেলেম নিজেকে, ধরা পড়লুম নিজের কাছে। আমার কথা বুঝতে পারছ কি?"

"তোমার ছেলেবেলাকার তলিয়ে-থাকা ভালোবাসা নাড়া খেয়ে ভেসে উঠছে উপরের তলায়।"

"আমি কী করব বলো। নিজের কাছ থেকে নিজে পালাই কী করে?" বলতে বলতে রমেনের হাত চেপে ধরলে।

রমেন চুপ করে রইল। আবার সে বললে, "যতক্ষণ এখানে আছি ততক্ষণ বেড়ে চলেছে আমার অন্যায়!"

"অন্যায় কার উপরে?"

"বউদির উপরে।"

"দেখো সরলা, আমি মানি নে ও-সব পুঁথির কথা। দাবির হিসেব বিচার করবে কোন্ সত্য দিয়ে। তোমাদের মিলন কত কালের; তখন কোথায় ছিল বউদি?"

"কী বলছ রমেনদা! আপন ইচ্ছের দোহাই দিয়ে এ কী আবদারের কথা! আদিৎদার কথাও তো ভাবতে হবে।"

"হবে বৈকি। তুমি কি ভাবছ, যে আঘাতে চমকিয়ে দিয়েছে তোমাকে, সেই আঘাতটাই তাঁকে লাগে নি?"

"রমেন নাকি?" পিছন থেকে শোনা গেল।

"হাঁ দাদা।" রমেন উঠে পড়ল।

"তোমার বউদি তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন, আয়া এসে এইমাত্র জানিয়ে গেল।"

রমেন চলে গেল, সরলাও তখনই উঠে যাবার উপক্রম করলে।

আদিত্য বললে, "যেয়ো না সরি, একটু বোসো।"

আদিত্যের মুখ দেখে সরলার বুক ফেটে যেতে চায়। ঐ অবিশ্রাম কর্মরত আপন-ভোলা মস্ত মানুষটা এতক্ষণ যেন কেবলই পাক খেয়ে বেড়াচ্ছিল হালভাঙা ঢেউখাওয়া নৌকার মতো।

www.pathagar.com

আদিত্য বললে, "আমরা দুজনে এ সংসারে জীবন আরম্ভ করেছিলেম একেবারে এক হয়ে। এত সহজ আমাদের মিল যে এর মধ্যে কোনো ভেদ কোনো কারণে ঘটতে পারে সে কথা মনে করাই অসম্ভব। তাই কি নয় সরি?"

"অঙ্কুরে যা এক থাকে, বেড়ে উঠে তা ভাগ হয়ে যায়, এ কথা না মেনে তো থাকবার জো নেই আদিৎদা!"

"সে ভাগ তো বাইরে, কেবল চোখে দেখার ভাগ। অন্তরে তো প্রাণের মধ্যে ভাগ হয় না। আজ তোমাকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে নেবার ধাক্কা এসেছে। আমাকে যে এত বেশি বাজবে এ আমি কোনোদিন ভাবতেই পারতুম না সরি, তুমি কি জান কী ধাক্কাটা এল হঠাৎ আমাদের 'পরে?"

"জানি ভাই, তুমি জানবার আগে থাকতেই।"

"সইতে পারবে সরি?"

"সইতেই হবে।"

"মেয়েদের সহ্য করবার শক্তি কি আমাদের চেয়ে বেশি, তাই ভাবি।"

"তোমরা পুরুষমানুষ দুঃখের সঙ্গে লড়াই কর, মেয়েরা যুগে যুগে দুঃখ কেবল সহ্যই করে। চোখের জল আর ধৈর্য, এ ছাড়া আর তো কিছুই সম্বল নেই তাদের।"

"তোমাকে আমার কাছ থেকে ছিঁড়ে নিয়ে যাবে এ আমি ঘটতে দেব না, দেব না। এ অন্যায়, এ নিষ্ঠুর অন্যায়।" ব'লে মুঠো শক্ত করে আকাশের কোন্ অদৃশ্য শত্রুর সঙ্গে লড়াই করতে প্রস্তুত হল।

সরলা কোলের উপর আদিত্যের হাতখানা নিয়ে তার উপর ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। বলে গেল যেন আপন মনে ধীরে ধীরে, "ন্যায়-অন্যায়ের কথা নয় ভাই, সম্বন্ধের বন্ধন যখন ফাঁস হয়ে ওঠে তার ব্যথা বাজে নানা লোকের মধ্যে, টানাটানি পড়ে নানা দিক থেকে, কাকেই-বা দোষ দেব।"

"তুমি সহ্য করতে পারবে তা জানি। একদিনের কথা মনে পড়ছে। কী চুল ছিল তোমার! এখনো আছে। সেই চুলের গর্ব ছিল তোমার মনে। সবাই সেই গর্বে প্রশ্রয় দিত। একদিন ঝগড়া হল তোমার সঙ্গে। দুপুরবেলা বালিশের 'পরে চুল মেলে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলে, আমি কাঁচি হাতে অন্তত আধ-হাতখানেক কেটে দিলাম। তখনই জেগে তুমি দাঁড়িয়ে উঠলে, তোমার ঐ কালো চোখ আরো কালো হয়ে উঠল। শুধু বললে, 'মনে করেছ আমাকে জব্দ করবে?' ব'লে আমার হাত থেকে কাঁচি টেনে নিয়ে ঘাড় পর্যন্ত চুল কেটে ফেললে কচ্ কচ্ করে। মেসোমশায় তোমাকে দেখে আশ্চর্য। বললেন, 'এ কী কাণ্ড!' তুমি শান্তমুখে অনায়াসে বললে, 'বড়ো গরম লাগে।' তিনিও একটু হেসে সহজেই মেনে নিলেন। প্রশ্ন করলেন না, ভর্ৎসনা করলেন না, কেবল কাঁচি নিয়ে সমান করে দিলেন তোমার চুল। তোমারই তো জেঠামশায়!"

সরলা হেসে বললে, "তোমার যেমন বুদ্ধি! তুমি ভাবছ এটা আমার ক্ষমার

www.pathagar.com

পরিচয়? একটুও নয়। সেদিন তুমি আমাকে যতটা জব্দ করেছিলে তার চেয়ে অনেক বেশি জব্দ করেছিলুম আমি তোমাকে। ঠিক কি না বলো।"

"খুব ঠিক। সেই কাটা চুল দেখে আমি কেবল কাঁদতে বাকি রেখেছিলুম। তার পরদিন তোমাকে মুখ দেখাতে পারি নি লজ্জায়। পড়বার ঘরে চুপ করে ছিলেম বসে। তুমি ঘরে ঢুকেই হাত ধরে আমাকে হিড়্‌হিড়্‌ করে টেনে নিয়ে গেলে বাগানের কাজে, যেন কিছুই হয় নি। আর একদিনের কথা মনে পড়ে, সেই যেদিন ফাল্গুন মাসে অকালে ঝড় উঠে আমার বিছন লাগাবার ঘরের চাল উড়িয়ে নিয়েছিল তখন তুমি এসে—"

"থাক্‌, আর বলতে হবে না আদিৎদা" বলে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে—"সে-সব দিন আর আসবে না" বলেই তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল।

আদিত্য ব্যাকুল হয়ে সরলার হাত চেপে ধরে বললে, "না যেয়ো না, এখনই যেয়ো না, কখন্‌ এক সময়ে যাবার দিন আসবে তখন—"

বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল, "কোনোদিন কেন যেতে হবে। কী অপরাধ ঘটেছে। ঈর্ষা! আজ দশ বৎসর সংসারযাত্রায় আমার পরীক্ষা হল, তারই এই পরিণাম! কী নিয়ে ঈর্ষা! তা হলে তো তেইশ বছরের ইতিহাস মুছে ফেলতে হয়, যখন থেকে তোমার সঙ্গে আমার দেখা!"

"তেইশ বছরের কথা বলতে পারি নে ভাই, কিন্তু তেইশ বছরের এই শেষ বেলাতে ঈর্ষার কি কোনো কারণই ঘটে নি? সত্যি কথা তো বলতে হবে। নিজেকে ভুলিয়ে লাভ কী? তোমার আমার মধ্যে কোনো কথা যেন অস্পষ্ট না থাকে।"

আদিত্য কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল, বলে উঠল, "অস্পষ্ট আর রইল না। অন্তরে অন্তরে বুঝেছি, তুমি নইলে আমার জগৎ হবে ব্যর্থ। যাঁর কাছ থেকে পেয়েছি তোমাকে জীবনের প্রথম বেলায়, তিনি ছাড়া আর কেউ তোমাকে কেড়ে নিতে পারবে না।"

"কথা বোলো না আদিৎদা, দুঃখ আর বাড়িয়ো না। একটু স্থির হয়ে দাও ভাবতে।"

"ভাবনা নিয়ে তো পিছনের দিকে যাওয়া যায় না। দুজনে যখন জীবন আরম্ভ করেছিলেম মেসোমশায়ের কোলের কাছে, সে তো না ভেবেচিন্তে। আজ কোনো রকমের নিড়ুনি দিয়ে কি উপড়ে ফেলতে পারবে সেই আমাদের দিনগুলিকে? তোমার কথা বলতে পারি নে সরি, আমার তো সাধ্য নেই।"

"পায়ে পড়ি, দুর্বল কোরো না আমাকে। দুর্গম কোরো না উদ্ধারের পথ।"

আদিত্য সরলার দুই হাত চেপে ধরে বললে, "উদ্ধারের পথ নেই, সে পথ আমি রাখব না। ভালোবাসি তোমাকে, এ কথা আজ এত সহজ করে সত্য করে বলতে পারছি এতে আমার বুক ভরে উঠেছে। তেইশ বছর যা ছিল কুঁড়িতে, আজ দৈবের কৃপায় তা ফুটে উঠেছে। আমি বলছি, তাকে চাপা দিতে গেলে সে হবে ভীরুতা, সে হবে অধর্ম।"

www.pathagar.com

"চুপ চুপ, আর বোলো না। আজকের রাত্তিরের মতো মাপ করো, মাপ করো আমাকে।"

"সরি, আমিই কৃপাপাত্র, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত আমিই তোমার ক্ষমার যোগ্য। কেন আমি ছিলুম অন্ধ। কেন আমি তোমাকে চিনলুম না, কেন বিয়ে করতে গেলুম ভুল করে? তুমি তো কর নি, কত পাত্র এসেছিল তোমাকে কামনা করে, সে তো আমি জানি।"

"জেঠামশায় যে আমাকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন তাঁর বাগানের কাজে, নইলে হয়তো—"

"না না—তোমার মনের গভীরে ছিল তোমার সত্য উজ্জ্বল। না জেনেও তার কাছে তুমি বাঁধা রেখেছিলে নিজেকে। আমাকে কেন তুমি চেতন করে দাও নি? আমাদের পথ কেন হল আলাদা?"

"থাক্ থাক্, যাকে মেনে নিতেই হবে তাকে না মানবার জন্য ঝগড়া করছ কার সঙ্গে! কী হবে মিথ্যে ছটফট করে! কাল দিনের বেলায় যা হয় একটা উপায় স্থির করা যাবে।"

"আচ্ছা, চুপ করলুম। কিন্তু এমন জ্যোৎস্নারাত্রে আমার হয়ে কথা কইবে এমন কিছু রেখে যাব তোমার কাছে।"

বাগানে কাজ করবার জন্য আদিত্যের কোমরে একটা ঝুলি থাকে বাঁধা, কিছু-না-কিছু সংগ্রহ করবার দরকার হয়। সেই ঝুলি থেকে বের করলে ছোটো তোড়ায় বাঁধা পাঁচটি নাগকেশরের ফুল। বললে, "আমি জানি নাগকেশর তুমি ভালোবাস। তোমার কাঁধের ঐ আঁচলের উপর পরিয়ে দেব? এই এনেছি সেফ্‌টিপিন।"

সরলা আপত্তি করলে না। আদিত্য বেশ একটু সময় নিয়ে ধীরে ধীরে পরিয়ে দিলে। সরলা উঠে দাঁড়ালো, আদিত্য সামনে দাঁড়িয়ে, দুই হাত ধরে, তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, যেমন তাকিয়ে আছে আকাশের চাঁদ। বললে, "কী আশ্চর্য তুমি সরি, কী আশ্চর্য।"

সরলা হাত ছিনিয়ে নিয়ে দৌড়ে চলে গেল। আদিত্য অনুসরণ করলে না, যতক্ষণ দেখা যায় চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখলে। তার পর বসে পড়ল সেই ঘাটের বেদীর 'পরে। চাকর এসে খবর দিল, "খাবার এসেছে।"

আদিত্য বলল, "আজ আমি খাব না।"

৬

রমেন দরজার কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করলে, "বউদি, ডেকেছ কি?"

নীরজা রুদ্ধ গলা পরিষ্কার করে নিয়ে উত্তর দিলে, "এসো।"

ঘরের সব আলো নেবানো। জানলা খোলা, জ্যোৎস্না পড়েছে বিছানায়, পড়েছে নীরজার মুখে আর শিয়রের কাছে আদিত্যের দেওয়া সেই ল্যাবার্নম গুচ্ছের উপর,

www.pathagar.com

বাকি সমস্ত অস্পষ্ট। বালিশে হেলান দিয়ে নীরজা অর্ধেক উঠে বসে আছে, চেয়ে আছে জানলার বাইরে। সে দিকে অর্কিডের ঘর পেরিয়ে দেখা যাচ্ছে সুপুরি গাছের সার। এইমাত্র হাওয়া জেগেছে, দুলে উঠছে পাতাগুলো, গন্ধ আসছে আমের বোলের। অনেক দূর থেকে শব্দ শোনা যায় মাদলের আর গানের, গোরুর গাড়ির গাড়োয়ানদের বস্তিতে হোলি জমেছে। মেঝের উপর পড়ে আছে মালাই বরফি আর কিছু আবির। দারোয়ান দিয়ে গেছে উপহার। রোগীর বিশ্রামভঙ্গের ভয়ে সমস্ত বাড়ি আজ নিস্তব্ধ। এক গাছ থেকে আর-এক গাছে 'পিয়ুকাঁহা' পাখির চলছে উত্তর-প্রত্যুত্তর, কেউ হার মানতে চায় না। রমেন মোড়া টেনে এনে বসল বিছানার পাশে। পাছে কান্না ভেঙে পড়ে এই ভয়ে অনেকক্ষণ নীরজা কোনো কথা বললে না। তার ঠোঁট কাঁপতে লাগল, গলার কাছটাতে যেন বেদনার ঝড় পাক খেয়ে উঠছে। কিছু পরে সামলে নিলে, ল্যাবার্নম গুচ্ছের দুটো খসে-পড়া ফুল দলিত হয়ে গেল তার মুঠোর মধ্যে। তার পরে কোনো কথা না বলে একখানা চিঠি দিলে রমেনের হাতে। চিঠিখানা আদিত্যের লেখা। তাতে আছে—

'এত দিনের পরিচয়ের পরে আজ হঠাৎ দেখা গেল আমার নিষ্ঠায় সন্দেহ করা সম্ভবপর হল তোমার পক্ষে। এ নিয়ে যুক্তিতর্ক করতে লজ্জা বোধ করি। তোমার মনের বর্তমান অবস্থায় আমার সকল কথা সকল কাজই বিপরীত হবে তোমার অনুভবে। সেই অকারণ পীড়ন তোমার দুর্বল শরীরকে আঘাত করবে প্রতি মুহূর্তে। আমার পক্ষে দূরে থাকাই ভালো, যে পর্যন্ত না তোমার মন সুস্থ হয়। এও বুঝলুম, সরলাকে এখানকার কাজ থেকে বিদায় করে দিই, এই তোমার ইচ্ছা। হয়তো দিতে হবে। ভেবে দেখলুম তা ছাড়া আর অন্য পথ নেই। তবু বলে রাখি, আমার শিক্ষাদীক্ষা উন্নতি সমস্তই সরলার জেঠামশায়ের প্রসাদে; আমার জীবনে সার্থকতার পথ দেখিয়ে দিয়েছেন তিনিই। তাঁরই স্নেহের ধন সরলা সর্বস্বান্ত, নিঃসহায়। আজ ওকে যদি ভাসিয়ে দিই তো অধর্ম হবে। তোমার প্রতি ভালোবাসার খাতিরেও পারব না।

অনেক ভেবে স্থির করেছি, আমাদের ব্যবসায়ে নতুন বিভাগ একটা খুলব, ফল-সবজির বীজ তৈরির বিভাগ। মানিকতলায় বাড়িসুদ্ধ জমি পাওয়া যেতে পারবে। সেইখানেই সরলাকে বসিয়ে দেব কাজে। এই কাজ আরম্ভ করবার মতো নগদ টাকা হাতে নেই আমার। আমাদের এই বাগানবাড়ি বন্ধক রেখে টাকা তুলতে হবে। এ প্রস্তাবে রাগ কোরো না, এই আমার একান্ত অনুরোধ। মনে রেখো, সরলার জেঠামশায় আমার এই বাগানের জন্যে আমাকে মূলধন বিনা সুদে ধার দিয়েছিলেন, শুনেছি তারও কিছু অংশ তাঁকে ধার করতে হয়েছিল। শুধু তাই নয়, কাজ শুরু করে দেবার মতো বীজ, কলমের গাছ, দুর্লভ ফুলগাছের চারা, অর্কিড, ঘাস-কাটা কল ও অন্যান্য অনেক যন্ত্র দান করেছেন বিনামূল্যে। এত বড়ো সুযোগ যদি আমাকে না দিতেন, আজ ত্রিশ টাকা বাসা-ভাড়ায় কেরানিগিরি করতে হত, তোমার সঙ্গে বিবাহও ঘটত না কপালে। তোমার সঙ্গে কথা হবার পর এই প্রশ্নই বারবার মনে আমার উঠেছে, আমিই ওকে

www.pathagar.com

আশ্রয় দিয়েছি, না আমাকেই আশ্রয় দিয়েছে সরলা? এই সহজ কথাটাই ভুলেছিলেম, তুমিই আমাকে দিলে মনে করিয়ে। এখন তোমাকেও মনে রাখতে হবে। কখনো ভেবো না, সরলা আমার গলগ্রহ। ওদের ঋণ শোধ করতে পারব না কোনোদিন, ওর দাবিরও অন্ত থাকবে না আমার পরে। তোমার সঙ্গে কখনো যাতে ওর দেখা না হয় সে চেষ্টা রইল মনে। কিন্তু আমার সঙ্গে ওর সম্বন্ধ যে বিচ্ছিন্ন হবার নয়, সে কথা আজ যেমন বুঝেছি এমন এর আগে কখনো বুঝি নি। সব কথা বলতে পারলুম না, আমার দুঃখ আজ কথার অতীত হয়ে গেছে। যদি অনুমানে বুঝতে পার তো, পারলে, নইলে জীবনে এই প্রথম আমার বেদনা, যা রইল তোমার কাছে অব্যক্ত।'

রমেন চিঠিখানা পড়লে দুইবার। পড়ে চুপ করে রইল।

নীরজা ব্যাকুলস্বরে বললে, "কিছু একটা বলো ঠাকুরপো।"

রমেন তবু কিছু উত্তর দিলে না।

নীরজা তখন বিছানার উপর লুটিয়ে প'ড়ে বালিশে মাথা ঠুকতে লাগল, বললে, "অন্যায় করেছি, আমি অন্যায় করেছি। কিন্তু কেউ কি তোমরা বুঝতে পার না কিসে আমার মাথা দিল খারাপ করে!"

"কী করছ বউদি। শান্ত হও, তোমার শরীর যে যাবে ভেঙে।"

"এই ভাঙা শরীরই তো আমার কপাল ভেঙেছে, ওর জন্যে মমতা কিসের? তার পরে আমার অবিশ্বাস—এ দেখা দিল কোথা থেকে? এ যে অক্ষম জীবন নিয়ে আমার নিজেরই উপরে অবিশ্বাস। সেই তাঁর নীরু আজ আছে কোথায়, যাকে তিনি কখনো বলতেন 'মালিনী', কখনো বলতেন 'বনলক্ষ্মী'! আজ কে নিলে কেড়ে তার উপবন! আমার কি একটাই নাম ছিল! কাজ সেরে আসতে যেদিন তাঁর দেরি হত আমি বসে থাকতুম তাঁর খাবার আগলে, তখন আমাকে ডেকেছেন 'অন্নপূর্ণা'। সন্ধ্যাবেলায় তিনি বসতেন দিঘির ঘাটে, ছোটো রুপোর থালায় বেলফুল রাশ করে তার উপরে পান সাজিয়ে দিতেম তাঁকে, হেসে আমাকে বলতেন 'তাম্বুলকরঙ্কবাহিনী'। সেদিন সংসারের সব পরামর্শই আমার কাছ থেকে নিয়েছেন তিনি। আমাকে নাম দিয়েছিলেন 'গৃহসচিব', কখনো-বা 'হোমসেক্রেটারি'। আমি যেন সমুদ্রে এসেছিলেম ভরা নদী, ছড়িয়েছিলেম নানা শাখা নানা দিকে, সব শাখাতেই আজ এক দণ্ডে জল গেল শুকিয়ে, বেরিয়ে পড়ল পাথর।"

"বউদি, আবার তুমি সেরে উঠবে, তোমার আসন আবার অধিকার করবে পূর্ণ শক্তি দিয়ে।"

"মিছে আশা দিয়ো না ঠাকুরপো! ডাক্তার কী বলে সে আমার কানে আসে। সেইজন্যেই এতদিনের সুখের সংসারকে এত করে আঁকড়ে ধরতে আমার এই নৈরাশ্যের কাঙালপনা।"

"দরকার কী বউদি? আপনাকে এতদিন তো ঢেলে দিয়েছ তোমার সংসারে। তার

www.pathagar.com

চেয়ে বড়ো কথা আর কিছু আছে কি? যেমন দিয়েছ তেমনি পেয়েছ, এত পাওয়াই-বা কোন্ মেয়ে পায়! যদি ডাক্তারের কথা সত্যি হয়, যদি যাবার দিন এসেই থাকে, তা হলে যাকে বড়ো করে পেয়েছ, তাকে বড়ো করে ছেড়ে যাও। এতদিন যে-গৌরবে কাটিয়েছ সে-গৌরবকে খাটো করে দিয়ে যাবে কেন? এ বাড়িতে তোমার শেষ স্মৃতিকে যাবার সময় নূতন মহিমা দিয়ো।"

"বুক ফেটে যায় ঠাকুরপো, বুক ফেটে যায়! আমার এতদিনের আনন্দকে ফেলে রেখে হাসিমুখেই চলে যেতে পারতুম। কিন্তু কোনোখানে কি এতটুকু ফাঁক থাকবে না যেখানে আমার জন্যে একটা বিরহের দীপ টিমটিম করেও জ্বলবে? এ কথা ভাবতে গেলে যে মরতেও ইচ্ছে করে না। ঐ সরলা সমস্তটাই দখল করবে একেবারে পুরোপুরি, বিধাতার এই কি বিচার?"

"সত্যি কথা বলব বউদি, রাগ কোরো না। তোমার কথা ভালো বুঝতেই পারি নে। যা নিজে ভোগ করতে পারবে না, তাও প্রসন্ন মনে দান করতে পার না যাকে এতদিন এত দিয়েছ? তোমার ভালোবাসার উপর এত বড়ো খোঁটা থেকে যাবে? তোমার সংসারে তোমারই শ্রদ্ধার প্রদীপ তুমি আপনিই আজ চুরমার করতে বসেছ। তার ব্যথা তুমি চলে যাবে এড়িয়ে, কিন্তু চিরদিন সে আমাদের বাজবে যে। মিনতি করে বলছি, তোমার সারা জীবনের দাক্ষিণ্যকে শেষমুহূর্তে কৃপণ করে যেয়ো না।"

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল নীরজা। চুপ করে বসে রইল রমেন, সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা মাত্র করলে না, কান্নার বেগ থেমে গেলে নীরজা বিছানায় উঠে বসল। বললে, "আমার একটি ভিক্ষা আছে ঠাকুরপো!"

"হুকুম করো বউদি!"

"বলি শোনো। যখন চোখের জলে ভিতরে ভিতরে বুক ভেসে যায় তখন ঐ পরমহংসদেবের ছবির দিকে তাকিয়ে থাকি। কিন্তু ওঁর বাণী তো হৃদয়ে পৌঁছয় না। আমার মন বিশ্রী ছোটো। যেমন করে পার আমাকে গুরুর সন্ধান দাও। না হলে কাটবে না বন্ধন। আসক্তিতে জড়িয়ে পড়ব। যে সংসারে সুখের জীবন কাটিয়েছি, মরার পরে সেইখানেই দুঃখের হাওয়ায় যুগযুগান্তর কেঁদে কেঁদে বেড়াতে হবে; তার থেকে উদ্ধার করো আমাকে, উদ্ধার করো।"

"তুমি তো জান বউদি, শাস্ত্রে যাকে বলে পাষণ্ড, আমি তাই। কিছু মানি নে। প্রভাস মিত্তির অনেক টানাটানি করে একবার আমাকে তার গুরুর কাছে নিয়ে গিয়েছিল। বাঁধা পড়বার আগেই দিলেম দৌড়। জেলখানার মেয়াদ আছে, এ বাঁধন বেমেয়াদি।"

"ঠাকুরপো, তোমার মন জোরালো, তুমি কিছুতে বুঝবে না আমার বিপদ। বেশ জানি যতই আঁকুবাঁকু করছি ততই ডুবছি অগাধ জলে, সামলাতে পারছি নে।"

"বউদি, একটা কথা বলি শোনো। যতক্ষণ মনে করবে তোমার ধন কেউ কেড়ে নিয়ে

www.pathagar.com

যাচ্ছে ততক্ষণ বুকের পাঁজর জ্বলবে আগুনে। পাবে না শান্তি। কিন্তু স্থির হয়ে বসে বলো দেখি একবার— 'দিলেম আমি। সকলের চেয়ে যে দুর্মূল্য তাই দিলেম তাঁকে, যাঁকে সকলের চেয়ে ভালোবাসি।' সব ভার যাবে এক মুহূর্তে নেমে। মন ভরে উঠবে আনন্দে। গুরুকে দরকার নেই; এখনই বলো, 'দিলেম, দিলেম, কিছুই হাতে রাখলেম না, আমার সব-কিছু দিলেম, নির্মুক্ত হয়ে নির্মল হয়ে যাবার জন্যে প্রস্তুত হলেম, কোনো দুঃখের গ্রন্থি জড়িয়ে রেখে গেলেম না সংসারে'।"

"আহা, বলো, বলো ঠাকুরপো, বারবার করে শোনাও আমাকে। তাঁকে এ পর্যন্ত যা-কিছু দিতে পেরেছি তাতেই পেয়েছি আনন্দ, আজ যা দিতে পারছি নে, তাতেই এত করে মারছে। দেব, দেব, দেব, সব দেব আমার—আর দেরি নয়, এখনই। তুমি তাঁকে ডেকে নিয়ে এসো।"

"আজ নয় বউদি, কিছুদিন ধরে মনটাকে বেঁধে নাও, সহজ হোক তোমার সংকল্প।"

"না, না, আর সইতে পারছি নে। যখন থেকে বলে গেছেন এ বাড়ি ছেড়ে জাপানি ঘরে গিয়ে থাকবেন, তখন থেকে এ শয্যা আমার কাছে চিতাশয্যা হয়ে উঠেছে। যদি ফিরে না আসেন এ রাত্তির কাটবে না, বুক ফেটে মরে যাব। অমনি ডেকে এনো সরলাকে, আমি শেল উপড়ে ফেলব বুকের থেকে, ভয় পাব না—এই তোমাকে বলছি নিশ্চয় করে।"

"সময় হয় নি বউদি, আজ থাক্।"

"সময় যায় পাছে এই ভয়। এক্ষনি ডেকে আনো।" পরমহংসদেবের ছবির দিকে তাকিয়ে দু হাত জোড় করে বললে, "বল দাও ঠাকুর, বল দাও, মুক্তি দাও মতিহীন অধম নারীকে। আমার দুঃখ আমার ভগবানকে ঠেকিয়ে রেখেছে, পূজা অর্চনা সব গেল আমার। ঠাকুরপো, একটা কথা বলি, আপত্তি কোরো না।"

"কী বলো।"

"একবার আমাকে ঠাকুরঘরে যেতে দাও দশ মিনিটের জন্যে, তা হলে আমি বল পাব, কোনো ভয় থাকবে না।"

"আচ্ছা যাও, আপত্তি করব না।"

"আয়া!"

"কী খোঁখী।"

"ঠাকুরঘরে নিয়ে চল্ আমাকে।"

"সে কী কথা। ডাক্তারবাবু—"

"ডাক্তারবাবু যমকে ঠেকাতে পারবে না, আর আমার ঠাকুরকে ঠেকাবে?"

"আয়া, তুমি ওঁকে নিয়ে যাও। ভয় নেই, ভালোই হবে।"

আয়াকে অবলম্বন করে নীরজা যখন চলে গেল এমন সময় আদিত্য ঘরে এল। আদিত্য জিজ্ঞাসা করলে, "এ কী, নীরু ঘরে নেই কেন?"

www.pathagar.com

"এখনই আসবেন, তিনি ঠাকুরঘরে গেছেন।"

"ঠাকুরঘরে! ঘর তো কাছে নয়। ডাক্তারের নিষেধ আছে যে।"

"শুনো না দাদা! ডাক্তারের ওষুধের চেয়ে কাজে লাগবে। একবার কেবল ফুলের অঞ্জলি দিয়ে প্রণাম করেই চলে আসবেন।"

নীরজাকে চিঠি লিখে যখন পাঠিয়ে দিয়েছিল তখন আদিত্য স্পষ্ট জানত না যে, অদৃষ্ট তার জীবনের পটে প্রথম যে-লিপিখানি অদৃশ্য কালিতে লিখে রেখেছে, বাইরের তাপ লেগে সেটা হঠাৎ এতখানি উঠবে উজ্জ্বল হয়ে। প্রথমে ও সরলাকে বলতে এসেছিল—আর উপায় নেই, ছাড়াছাড়ি করতে হবে। সেই কথা বলবার বেলাতেই ওর মুখ দিয়ে বেরোল উলটো কথা। তার পরে জ্যোৎস্নারাত্রে ঘাটে বসে বসে বারবার করে বলেছে—জীবনের সত্যকে আবিষ্কার করেছে বিলম্বে, তাই বলেই তাকে অস্বীকার করতে পারে না। ওর তো অপরাধ নেই, লজ্জা করবার নেই কিছু। অন্যায় তবেই হবে যদি সত্যকে গোপন করতে যায়। করবে না গোপন, নিশ্চয় স্থির—ফলাফল যা হয় তা হোক। এ কথা আদিত্য বেশ বুঝেছে যে, যদি তার জীবনের কেন্দ্র থেকে, কর্মের ক্ষেত্র থেকে, সরলাকে আজ সরিয়ে দেয়, তবে সেই একাকিতায়, সেই নীরসতায় ওর সমস্ত নষ্ট হয়ে যাবে—ওর কাজ পর্যন্ত যাবে বন্ধ হয়ে।

"রমেন, তুমি আমাদের সব কথা জান, আমি জানি।"

"হাঁ, জানি।"

"আজ চুকিয়ে দেব সব, আজ পর্দা ফেলব উঠিয়ে।"

"তুমি তো একলা নও দাদা। বোঝা ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেললেই তো হল না। বউদি রয়েছেন ও দিকে। সংসারের গ্রন্থি জটিল।"

"তোমার বউদি আর আমার মধ্যে মিথ্যাকে খাড়া করে রাখতে পারব না। বাল্যকাল থেকে সরলার সঙ্গে আমার যে সম্বন্ধ তার মধ্যে কোনো অপরাধ নেই, সে কথা মান তো?"

"মানি বৈকি।"

"সেই সহজ সম্বন্ধের তলায় গভীর ভালোবাসা ঢাকা ছিল, জানতে পারি নি, সে কি আমাদের দোষ?"

"কে বলে দোষ?"

"আজ সেই কথাটাই যদি গোপন করি তা হলেই মিথ্যাচরণের অপরাধ হবে। আমি মুখ তুলেই বলব।"

"গোপনই-বা করতে যাবে কী জন্যে, আর সমারোহ করে প্রকাশই-বা করবে কেন? বউদিদির যা জানবার তা তিনি আপনিই জেনেছেন। আর ক'টা দিন পরেই তো এই পরম দুঃখের জটা আপনিই এলিয়ে যাবে। তুমি তা নিয়ে মিথ্যে টানাটানি কোরো

www.pathagar.com

না। বউদি যা বলতে চান শোনো, তার উত্তরে তোমারও যা বলা উচিত আপনিই সহজ হয়ে যাবে।"

নীরজাকে ঘরে আসতে দেখে রমেন বেরিয়ে গেল।

নীরজা ঘরে ঢুকেই আদিত্যকে দেখেই মেঝের উপরে লুটিয়ে পড়ে পায়ে মাথা রেখে অশ্রুগদ্‌গদ্‌কণ্ঠে বললে, "মাপ করো, মাপ করো আমাকে, অপরাধ করেছি। এতদিন পরে ত্যাগ কোরো না আমাকে, দূরে ফেলো না আমাকে।"

আদিত্য দুই হাতে তাকে তুলে ধরে বুকে করে নিয়ে আস্তে আস্তে বিছানায় শুইয়ে দিলে। বললে, "নীরু, তোমার ব্যথা কি আমি বুঝি নে।"

নীরজার কান্না থামতে চায় না। আদিত্য আস্তে আস্তে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। নীরজা আদিত্যের হাত টেনে নিয়ে বুকে চেপে ধরলে, বললে, "সত্যি বলো, আমাকে মাপ করেছ। তুমি প্রসন্ন না হলে মরার পরেও আমার সুখ থাকবে না।"

"তুমি তো জান নীরু, মাঝে মাঝে মনান্তর হয়েছে আমাদের মধ্যে, কিন্তু মনের মিল কি ভেঙেছে তা নিয়ে?"

"এর আগে তো কোনোদিন বাড়ি ছেড়ে চলে যাও নি তুমি। এবারে গেলে কেন? এত নিষ্ঠুর তোমাকে করেছে কিসে?"

"অন্যায় করেছি নীরু, মাপ করতে হবে।"

"কী বল তার ঠিক নেই। তোমার কাছ থেকেই আমার সব শাস্তি, সব পুরস্কার। অভিমানে তোমার বিচার করতে গিয়েই তো আমার এমন দশা ঘটেছিল।— ঠাকুরপোকে বলেছিলুম, সরলাকে ডেকে আনতে, এখনো আনলেন না কেন?"

সরলাকে ডেকে আনবার কথায় ধক্ করে ঘা লাগল আদিত্যের মনে। সমস্যাকে অন্তত আজকের মতো কোনোক্রমে পাশে সরিয়ে রাখতে পারলে সে নিশ্চিন্ত হয়। বললে, "রাত হয়েছে, এখন থাক্।"

এমন সময় নীরজা বলে উঠল, "ঐ শোনো, আমার মনে হচ্ছে, ওরা অপেক্ষা করছে দরজার বাইরে। ঠাকুরপো, ঘরে এসো তোমরা।"

সরলাকে নিয়ে রমেন ঘরে ঢুকল। নীরজা বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। সরলা প্রণাম করলে নীরজার পা ছুঁয়ে। নীরজা বললে, "এসো বোন, আমার কাছে এসো।"

সরলার হাত ধরে বিছানায় বসাল। বালিশের নিচে থেকে গয়নার কেস টেনে নিয়ে একটি মুক্তোর মালা বের করে সরলাকে পরিয়ে দিলে। বললে, "একদিন ইচ্ছে করেছিলুম, যখন চিতায় আমার দাহ হবে এই মালাটি যেন আমার গলায় থাকে। কিন্তু তার চেয়ে এই ভালো। আমার হয়ে মালা তুমিই গলায় পরে থেকো শেষদিন পর্যন্ত। বিশেষ বিশেষ দিনে এ মালা কতবার পরেছি সে তোমার দাদা জানেন। তোমার গলায় থাকলে সেই দিনগুলি ওঁর মনে পড়বে।"

"অযোগ্য আমি দিদি, অযোগ্য, কেন আমাকে লজ্জা দিচ্ছ!"

www.pathagar.com

নীরজা মনে করেছিল, আজ তার সর্বদানযজ্ঞের এও একটা অঙ্গ। কিন্তু তার অন্তরতর মনের জ্বালা যে এই দানের মধ্যে দীপ্ত হয়ে প্রকাশ পেল সে কথা সে নিজেও স্পষ্ট বুঝতে পারে নি। ব্যাপারটা সরলাকে যে কতখানি বাজল তা অনুভব করলে আদিত্য। বললে, "ঐ মালাটা আমাকে দাও–না সরলা! ওর মূল্য আমার কাছে যতখানি, এমন আর কারো কাছে নয়। ও আমি আর কাউকে দিতে পারব না।"

নীরজা বললে, "আমার কপাল। এত করেও বোঝাতে পারলুম না বুঝি। সরলা, শুনেছিলেম এই বাগান থেকে তোমার চলে যাবার কথা হয়েছিল। সে আমি কোনোমতেই ঘটতে দেব না। তোমাকে আমি আমার সংসারের যা–কিছু সমস্তর সঙ্গে রাখব বেধে, ঐ হারটি তারই চিহ্ন। এই আমার বাঁধন তোমার হাতে দিয়েছিলুম যাতে নিশ্চিত হয়ে মরতে পারি।"

"ভুল করছ দিদি, আমাকে বাঁধতে চেয়ো না, ভালো হবে না তাতে।"

"সে কী কথা।"

"আমি সত্যি কথাই বলব। এতদিন আমাকে বিশ্বাস করতে পারতে। কিন্তু আজ আমাকে বিশ্বাস কোরো না, এই আমি তোমাদের সকলের সামনে বলছি। ভাগ্য যে–দান থেকে আমাকে বঞ্চনা করেছে, কাউকে বঞ্চনা ক'রে সে আমি নেব না। এই রইল তোমার পায়ে আমার প্রণাম, আমি চললেম। অপরাধ আমার নয়, অপরাধ সেই আমার ঠাকুরের যাঁকে সরল বিশ্বাসে রোজ দুবেলা পূজা করেছি। সেও আজ আমার শেষ হল।"

এই বলে সরলা দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আদিত্য নিজেকে ধরে রাখতে পারলে না, সেও গেল চলে।

"ঠাকুরপো, এ কী হল ঠাকুরপো! বলো ঠাকুরপো, একটা কথা কও।"

"এইজন্যেই বলেছিলেম আজ রাত্রে ডেকো না।"

"কেন, মন খুলে আমি তো সবই দিয়ে দিয়েছি। ও কি তাও বুঝল না?"

"বুঝেছে বৈকি। বুঝেছে যে–মন তোমার খোলে নি। সুর বাজল না।"

"কিছুতে বিশুদ্ধ হল না আমার মন! এত মার খেয়েও! কে বিশুদ্ধ করে দেবে! ওগো সন্ন্যাসী, আমাকে বাঁচাও–না। ঠাকুরপো, কে আমার আছে, কার কাছে যাব আমি?"

"আমি আছি বউদি। তোমার দায় আমি নেব। তুমি এখন ঘুমোও।"

"ঘুমোব কেমন করে। এ বাড়ি থেকে আবার যদি উনি চলে যান তা হলে মরণ নইলে আমার ঘুম হবে না।"

"চলে উনি যেতে পারবেন না; সে ওঁর ইচ্ছায় নেই, শক্তিতে নেই। এই নাও ঘুমের ওষুধ, তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে তবে আমি যাব।"

"যাও ঠাকুরপো, তুমি যাও, ওরা দুজনে কোথায় গেল দেখে এসো। নইলে আমি নিজেই যাব, তাতে আমার শরীর ভাঙে ভাঙুক।"

"আচ্ছা, আচ্ছা, আমি যাচ্ছি।"

www.pathagar.com

আদিত্য ওর সঙ্গে এল দেখে সরলা বললে, "কেন এলে। ভালো কর নি। ফিরে যাও। আমার সঙ্গে তোমাকে এমন করে দেব না জড়াতে।"

"তুমি দেবে কি না সে তো কথা নয়, জড়িয়ে যে গেছেই। সেটা ভালো হোক বা মন্দ হোক তাতে আমাদের হাত নেই।"

"সে-সব কথা পরে হবে, ফিরে যাও, রোগীকে শান্ত করো গে।"

"আমাদের এই বাগানের আর-একটা শাখা বাড়াবে সেই কথাটা—"

"আজ থাক্। আমাকে দু-চার দিন ভাববার সময় দাও, এখন আমার ভাববার শক্তি নেই।"

রমেন এসে বললে, "যাও দাদা, বউদিকে ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দাও গে, দেরি কোরো না। কিছুতেই কোনো কথা কইতে দিয়ো না ওঁকে। রাত হয়ে গেছে।"

আদিত্য চলে গেলে পর সরলা বললে, "শ্রদ্ধানন্দ পার্কে কাল তোমাদের একটা সভা আছে না?"

"আছে।"

"তুমি যাবে না?"

"যাবার কথা ছিল। কিন্তু এবার যাওয়া হল না।"

"কেন?"

"সে কথা তোমাকে বলে কী হবে?"

"তোমাকে ভীতু বলে সবাই নিন্দে করবে।"

"যারা আমায় পছন্দ করে না তারা আমায় নিন্দে করবে বৈকি।"

"তা হলে শোনো আমার কথা। আমি তোমাকে মুক্তি দেব। সভায় তোমাকে যেতেই হবে।"

"আর-একটু স্পষ্ট করে বলো।"

"আমিও যাব সভায় নিশেন হাতে নিয়ে।"

"বুঝেছি।"

"পুলিশে বাধা দেয় সেটা মানতে রাজি আছি, কিন্তু তুমি বাধা দিলে মানব না।"

"আচ্ছা, বাধা দেব না।"

"এই রইল কথা?"

"রইল।"

"আমরা দুজন একসঙ্গে যাব কাল বিকেল পাঁচটার সময়।"

"হাঁ যাব, কিন্তু ঐ দুর্জনরা তার পরে আমাদের আর একসঙ্গে থাকতে দেবে না।"

এমন সময় আদিত্য এসে পড়ল। সরলা জিজ্ঞাসা করলে, "ওকি, এখনি এলে যে বড়ো।"

www.pathagar.com

"দুই-একটা কথা বলতে বলতেই নীরজা ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল, আমি আস্তে আস্তে চলে এলুম।"

রমেন বললে, "আমার কাজ আছে, চললুম।"

সরলা হেসে বললে, "বাসা ঠিক করে রেখো, ভুলো না।"

"কোনো ভয় নেই—চেনা জায়গা।" এই বলে সে চলে গেল।

৮

সরলা বসে ছিল, সে উঠে দাঁড়াল; বললে, "যে-সব কথা বলবার নয় সে আমাকে বোলো না আজ, পায়ে পড়ি।"

"কিচ্ছু বলব না, ভয় নেই।"

"আচ্ছা, তা হলে আমিই কিছু বলতে চাই শোনো। বলো, কথা রাখবে।"

"অরক্ষণীয় না হলে কথা নিশ্চয় রাখব তুমি তা জান।"

"বুঝতে বাকি নেই, আমি কাছে থাকলে একেবারেই চলবে না। এই সময়ে দিদির সেবা করতে পারলে খুশি হতুম, কিন্তু সে আমার ভাগ্যে সইবে না। আমাকে অনুপস্থিত থাকতেই হবে।—একটু থামো, কথাটা শেষ করতে দাও। শুনেইছ ডাক্তার বলেছেন, বেশিদিন ওঁর সময় নেই। এইটুকুর মধ্যে ওঁর মনের কাঁটা তোমাকে উপড়ে দিতেই হবে। এই কয়দিনের মধ্যে আমার ছায়া কিছুতেই পড়তে দিয়ো না ওঁর জীবনে।"

"আমার মন থেকে আপনিই ছায়া যদি পড়ে, তবে কী করতে পারি।"

"না না, নিজের সম্বন্ধে অমন অশ্রদ্ধার কথা বোলো না। সাধারণ বাঙালি ছেলের মতো ভিজে মাটির তলতলে মন কি তোমার? কক্ষনো না, আমি তোমাকে জানি।"

আদিত্যের হাত ধরে বললে, "আমার হয়ে এই ব্রতটি তুমি নাও। দিদির জীবনান্তকালের শেষ ক'টা দিন দাও তোমার দাক্ষিণ্যে পূর্ণ ক'রে। একেবারে ভুলিয়ে দাও যে, আমি এসেছিলেম ওঁর সৌভাগ্যের ভরা ঘট ভেঙে দেবার জন্যে।"

আদিত্য চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

"কথা দাও ভাই।"

"দেব, কিন্তু তোমাকেও একটা কথা দিতে হবে। বলো, রাখবে।"

"তোমার সঙ্গে আমার তফাত এই যে, আমি যদি তোমাকে কিছু প্রতিজ্ঞা করাই সেটা সাধ্য, কিন্তু তুমি যদি করাও সেটা হয়তো অসম্ভব হবে।"

"না, হবে না।"

"আচ্ছা, বলো।"

"যে কথা মনে মনে বলি সে কথা তোমার কাছে মুখে বলতে অপরাধ নেই। তুমি যা

www.pathagar.com

বলছ তা শুনব এবং সেটা বিনা ত্রুটিতে পালন করা সম্ভব হবে যদি নিশ্চিত জানি একদিন তুমি পূর্ণ করবে আমার সমস্ত শূন্যতা।—কেন চুপ করে রইলে?"

"জানি নে যে ভাই, প্রতিজ্ঞা পালনে কী বিঘ্ন একদিন ঘটতে পারে।"

"বিঘ্ন তোমার অন্তরে আছে কি? সেই কথাটা বলো আগে।"

"কেন আমাকে দুঃখ দাও। তুমি কি জান না এমন কথা আছে ভাষায় বললে যার আলো যায় নিভে?"

"আচ্ছা, এই শুনলুম, এই শুনেই চললুম কাজে।"

"আর ফিরে তাকাবে না এখন?"

"না, কিন্তু অব্যক্ত প্রতিজ্ঞার সীলমোহর করে নিতে ইচ্ছা করছে তোমার মুখটিতে।"

"যা সহজ তাকে নিয়ে জোর কোরো না। থাক্ এখন।"

"আচ্ছা, তবে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—এখন কী করবে, থাকবে কোথায়?"

"সে ভার নিয়েছেন রমেনদা।"

"রমেন তোমাকে আশ্রয় দেবে! সে লক্ষ্মীছাড়ার চালচুলো আছে কি?"

"ভয় নেই তোমার। পাকা আশ্রয়। নিজের সম্পত্তি নয়, কিন্তু বাধা ঘটবে না।"

"আমি জানতে পারব তো?"

"নিশ্চয় জানতে পারবে কথা দিয়ে যাচ্ছি; কিন্তু ইতিমধ্যে আমাকে দেখবার জন্যে একটুও ব্যস্ত হতে পারবে না, এই সত্য করো।"

"তোমারও মন ব্যস্ত হবে না?"

"যদি হয় অন্তর্যামী ছাড়া আর কেউ জানতে পারবে না।"

"আচ্ছা, কিন্তু যাবার সময় ভিক্ষার পাত্র একেবারে শূন্য রেখেই বিদায় দেবে!"

পুরুষের চোখ ছলছল করে উঠল।

সরলা কাছে এসে নীরবে মুখ তুলে ধরলে।

৯

"রোশ্‌নি!"

"কী খোঁখী?"

"কাল থেকে সরলাকে দেখছি নে কেন?"

"সে কী কথা, জান না, সরকার-বাহাদুর যে তাকে পুলিপোলাও চালান দিয়েছে?"

"কেন, কী করেছিল?"

"দারোয়ানের সঙ্গে ষড়্ করে বড়োলাটের মেমসাহেবের ঘরে ঢুকেছিল।"

www.pathagar.com

"কী করতে?"

"মহারানীর সীলমোহর থাকে যে–বাক্সোয় সেইটে চুরি করতে, আচ্ছা বুকের পাটা!"

"লাভ কী?"

"ঐ শোনো! সেটা পেলেই তো সব হল। লাটসাহেবের ফাঁসি দিতে পারত। সেই মোহরের ছাপেই তো রাজ্যিখানা চলছে।"

"আর ঠাকুরপো?"

"সিধকাঠি বেরিয়েছে তাঁর পাগড়ির ভিতর থেকে, দিয়েছে তাঁকে হরিণবাড়িতে, পাথর ভাঙাবে পঁচাশ বছর। আচ্ছা খোঁখী, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। বাড়ি থেকে যাবার সময় সরলাদিদি তার জাফরানি রঙের শাড়িখানা আমাকে দিয়ে গেল। বললে, 'তোমার ছেলের বউকে দিয়ো।' চোখে আমার জল এল। কম দুঃখ তো দিই নি ওকে। এই শাড়িটা যদি রেখে দিই কোম্পানি বাহাদুর ধরবে না তো?"

"ভয় নেই তোর। কিন্তু শিগ্‌গির যা। বাইরের ঘরে খবরের কাগজ পড়ে আছে, নিয়ে আয়।"

পড়ল কাগজ। আশ্চর্য হল, আদিত্য তাকে এত বড়ো খবরটাও দেয় নি।—'এ কি অশ্রদ্ধা ক'রে? জেলে গিয়ে জিতল ঐ মেয়েটা। আমি কি পারতুম না যেতে যদি শরীর থাকত। হাসতে হাসতে ফাঁসি যেতে পারতুম।'

"রোশ্‌নি, তোদের সরলা দিদিমণির কাণ্ডটা দেখলি? হাটের লোকের সামনে ভদ্রঘরের মেয়ে—"

আয়া বললে, "মনে পড়লে গায়ে কাঁটা দেয়, চোর–ডাকাতের বাড়া! ছি ছি!"

"ওর সব–তাতেই গায়ে–পড়া বাহাদুরি। বেহায়াগিরির একশেষ, বাগান থেকে আরম্ভ করে জেলখানা পর্যন্ত। মরতে মরতেও দেমাক ঘোচে না।"

আয়ার মনে পড়ল জাফরানি রঙের শাড়ির কথা। বললে, "কিন্তু খোঁখী, দিদিমণির মনখানা দরাজ।"

কথাটা নীরজাকে মস্ত একটা ধাক্কা দিল। সে যেন হঠাৎ জেগে উঠে বললে, "ঠিক বলেছিস রোশ্‌নি, ঠিক বলেছিস। ভুলে গিয়েছিলুম। শরীর খারাপ থাকলেই মন খারাপ হয়। আগের থেকে কত যেন নীচু হয়ে গেছি। ছি ছি, নিজেকে মারতে ইচ্ছে করে। সরলা খাঁটি মেয়ে, মিথ্যে জানে না। অমন মেয়ে দেখা যায় না। আমার চেয়ে অনেক ভালো। শিগগির আমাদের গণেশ সরকারকে ডেকে দে।"

আয়া চলে গেলে ও পেনসিল নিয়ে একটা চিঠি লিখতে বসল। গণেশ এল। তাকে বললে, "চিঠি পৌঁছিয়ে দিতে পারবে জেলখানায় সরলাদিদিকে?"

গণেশ গাঙ্গুলির কৃতিত্বের অভিমান ছিল। বললে, "পারব। কিছু খরচ লাগবে। কিন্তু কী লিখলে মা শুনি, কেননা পুলিশের হাত হয়ে যাবে চিঠিখানা।"

নীরজা পড়ে শোনালে, "ধন্য তোমার মহত্ত্ব। এবার জেলখানা থেকে বেরিয়ে যখন

www.pathagar.com

আসবে, তখন দেখবে তোমার পথের সঙ্গে আমার পথ মিলে গেছে।"

গণেশ বললে, "ঐ যে পথটার কথা লিখেছ ভালো শোনাচ্ছে না। আমাদের উকিলবাবুকে দেখিয়ে ঠিক করা যাবে।"

গণেশ চলে গেল। নীরজা মনে মনে রমেনকে প্রণাম করে বললে, 'ঠাকুরপো, তুমি আমার গুরু।'

১০

আদিত্য একটা পেয়ালায় ওষুধ নিয়ে ঘরে এসে প্রবেশ করলে।

নীরজা বললে, "এ আবার কী?"

আদিত্য বললে, "ডাক্তার বলে গেছে ঘণ্টায় ঘণ্টায় ওষুধ খাওয়াতে হবে।"

"ওষুধ খাওয়াবার জন্যে বুঝি আর পাড়ায় লোক জুটল না! নাহয় দিনের বেলাকার জন্যে একজন নার্স রেখে দাও–না, যদি মনে এতই উদ্‌বেগ থাকে।"

"সেবার ছলে কাছে আসবার সুযোগ যদি পাই ছাড়ব কেন?"

"তার চেয়ে কোনো সুযোগে তোমার বাগানের কাজে যদি যাও তো ঢের বেশি খুশি হব। আমি পড়ে আছি, আর দিনে দিনে বাগান যে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।"

"হোক–না নষ্ট। সেরে ওঠো আগে, তার পর সেদিনকার মতো দুজনে মিলে কাজ করব।"

"সরলা চলে গেছে, তুমি একলা পড়েছ, কাজে মন যাচ্ছে না। কিন্তু উপায় কী? তাই বলে লোকসান করতে দিয়ো না।"

"লোকসানের কথা আমি ভাবছি নে নীরু। বাগান করাটা যে আমার ব্যাবসা সে কথা এতদিন তুমিই ভুলিয়ে রেখেছিলে, কাজে তাই সুখ ছিল। এখন মন যায় না।"

"অমন করে আক্ষেপ করছ কেন? বেশ তো কাজ করছিলে এই সেদিন পর্যন্ত। কিছুদিনের জন্যে যদি বাধা পড়ে তাই নিয়ে এত ব্যাকুল হোয়ো না।"

"পাখাটা কি চালিয়ে দেব?"

"বাড়াবাড়ি কোরো না তুমি, এ–সব কাজ তোমাদের নয়। এতে আমাকে আরো ব্যস্ত করে তোলে। যদি কোনোরকম ক'রে দিন কাটাতে চাও তোমাদের তো হর্টিকাল্‌চরিস্‌ট ক্লাব আছে।"

"তুমি যে রঙিন লিলি ভালোবাস, বাগানে অনেক খুঁজে একটাও পাই নি। এবারে ভালো বৃষ্টি হয় নি বলে গাছগুলোর তেজ নেই।"

"কী তুমি মিছিমিছি বকছ। তার চেয়ে হলাকে ডেকে দাও, আমি শুয়ে শুয়েই বাগানের কাজ করব। তুমি কি বলতে চাও আমি শয্যাগত বলেই আমার বাগানও হবে

www.pathagar.com

শয্যাগত! শোনো আমার কথা। শুকনো সীজন ফুলের গাছগুলো উপ্‌ড়িয়ে ফেলে সেখানে জমি তৈরি করিয়ে নাও। আমার সিঁড়ির নিচের ঘরে সর্ষের খোলের বস্তা আছে। হলার কাছে আছে তার চাবি।"

"তাই নাকি, হলা তো এতদিন কিছুই বলে নি।"

"বলতে ওর রুচবে কেন? ওকে কি তোমরা কম হেনস্তা করেছ? কাঁচা সাহেব এসে প্রবীণ কেরানিকে যেরকম গ্রাহ্য করে না সেইরকম আর-কি।"

"হলা মালীর সম্বন্ধে সত্য কথা বলতে যদি চাই তবে সেটা অপ্রিয় হয়ে উঠবে।"

"আচ্ছা, আমি এই বিছানায় পড়ে থেকেই ওকে দিয়ে কাজ করাব, দেখবে দু দিনেই বাগানের চেহারা ফেরে কি না। বাগানের ম্যাপটা আমার কাছে দিয়ো। আর আমার বাগানের ডায়রিটা। আমি ম্যাপে পেনসিলের দাগ দিয়ে সমস্ত ব্যবস্থা করে দেব।"

"আমার তাতে কোনো হাত থাকবে না?"

"না। যাবার আগে এ বাগানে সম্পূর্ণ আমারই ছাপ মেরে দেব। বলে রাখছি, রাস্তার ধারের ঐ বট্‌ল্‌পাম্‌গুলো আমি একটাও রাখব না। ওখানে ঝাউগাছের সার লাগিয়ে দেব। অমন করে মাথা নেড়ো না। হয়ে গেলে তখন দেখো। তোমাদের ঐ লনটা আমি রাখব না, ওখানে মার্বেলের একটা বেদী বাঁধিয়ে দেব।"

"বেদীটা কি ও জায়গায় মানাবে? একটু যেন—যাকে বলে সস্তা নবাবি।"

"চুপ করো। খুব মানাবে। তুমি কোনো কথা বলতে পারবে না। কিছুদিনের জন্যে এ বাগানটা হবে একলা আমার, সম্পূর্ণ আমার। তার পরে সেই আমার বাগানটা আমি তোমাকে দিয়ে যাব। ভেবেছিলে আমার শক্তি গেছে, দেখিয়ে দেব কী করতে পারি। আরো তিনজন মালী আমার চাই, আর মজুর লাগবে জন ছয়েক। মনে আছে একদিন তুমি বলেছিলে, বাগান সাজিয়ে তোলার শিক্ষা আমার হয় নি। হয়েছে কি না তার পরীক্ষা দিয়ে যাব। তোমাকে মনে রাখতেই হবে যে, এ আমার বাগান, আমারই বাগান, আমার স্বত্ব কিছুতে যাবে না।"

"আচ্ছা, সেই ভালো, তা হলে আমি কী করব?"

"তুমি তোমার দোকান নিয়ে থাকো; সেখানে তোমার আপিসের কাজ তো কম নয়।"

"তোমাকে নিয়ে থাকাও তা হলে নিষিদ্ধ?"

"হাঁ, সর্বদা কাছে থাকবার মতো সে আমি আর নেই, এখন আমি কেবল আর-একজনকে মনে করিয়েই দিতে পারি—তাতে লাভ কী?"

"আচ্ছা, বেশ। যখন তুমি আমাকে সহ্য করতে পারবে তখনই আসব। ডেকে পাঠিয়ো আমাকে। আজ সাজিতে তোমার জন্য গন্ধরাজ এনেছি, রেখে যাই তোমার বিছানায়, কিছু মনে কোরো না।"—ব'লে আদিত্য উঠে পড়ল।

নীরজা হাত ধরে বললে, "না, যেয়ো না, একটু বোসো।" ফুলদানিতে একটা ফুল দেখিয়ে বললে, "জান এ ফুলের নাম?"

www.pathagar.com

আদিত্য জানে কী জবাব দিলে ও খুশি হবে, তাই মিথ্যে করে বললে, "না, জানি নে।"

"আমি জানি। বলব? পেট্যুনিয়া। তুমি মনে কর আমি কিচ্ছু জানি নে, মুরখু আমি।"

আদিত্য হেসে বললে, "সহধর্মিণী তুমি, যদি মূর্খ হও অন্তত আমার সমান মূর্খ। আমাদের জীবনে মূর্খতার কারবার আধাআধি ভাগে চলছে।"

"সে কারবার আমার ভাগ্যে এইবারে শেষ হয়ে এল। ঐ-যে দারোয়ানটা ঐখানে বসে তামাক কুটছে, ও থাকবে দেউড়িতে, কিছুদিন পরেই আমি থাকব না। ঐ-যে গোরুর গাড়িটা পাথুরে কয়লা আজাড় করে দিয়ে খালি ফিরে যাচ্ছে, ওর যাতায়াত চলবে রোজ রোজ, কিন্তু চলবে না আমার এই হৃদয়যন্ত্রটা।" আদিত্যের হাত হঠাৎ জোর করে চেপে ধরলে; বললে, "একেবারেই থাকব না? কিচ্ছুই থাকব না? বলো আমাকে, তুমি তো অনেক বই পড়েছ, বলো-না আমাকে সত্যি করে।"

"যাদের বই পড়েছি তাদের বিদ্যে যতদূর আমারও ততদূর। যমের দরজার কাছটাতে এসে থেমেছি, আর এগোই নি।"

"বলো-না। তুমি কী মনে কর? একটুও থাকব না? এতটুকুও না?"

"এখন আছি এটাই যদি সম্ভব হয়, তখন থাকব সেও সম্ভব।"

"নিশ্চয়ই সম্ভব, ঐ বাগানটা সম্ভব আর আমিই হব অসম্ভব—এ হতেই পারে না, কিছুতেই না। সন্ধেবেলায় অমনি করেই অস্পষ্ট আলোয় কাকেরা ফিরবে বাসায়, এমনি করেই দুলবে সুপুরিগাছের ডাল ঠিক আমারই চোখের সামনে। সেদিন তুমি মনে রেখো আমি আছি, আমি আছি, সমস্ত বাগানময় আমি আছি। মনে কোরো বাতাস যখন তোমার চুল ওড়াচ্ছে আমার আঙুলের ছোঁওয়া আছে তাতে। বলো, মনে করবে?"

আদিত্যকে বলতে হল, "হাঁ, মনে করব।" কিন্তু এমন সুরে বলতে পারলে না যাতে তার বিশ্বাসের প্রমাণ হয়।

নীরজা অস্থির হয়ে বলে উঠল, "তোমাদের বই যারা লেখে ভারি তো পণ্ডিত তারা, কিচ্ছু জানে না। আমি নিশ্চয় জানি, আমার কথা বিশ্বাস করো। আমি থাকব, আমি এইখানেই থাকব, আমি তোমারই কাছে থাকব, একেবারে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। এই তোমাকে বলে যাচ্ছি, কথা দিয়ে যাচ্ছি, তোমার বাগানের গাছপালা সমস্তই আমি দেখব, যেমন আগে দেখতুম তার চেয়ে অনেক ভালো করে দেখব। কাউকে দরকার হবে না। কাউকে না।"

বিছানায় শুয়ে ছিল নীরজা ; উঠে বালিশে ঠেসান দিয়ে বসল; বললে, "আমাকে দয়া কোরো, দয়া কোরো। তোমাকে এত ভালোবাসি সেই কথা মনে ক'রে আমাকে দয়া কোরো। এতদিন তুমি আমাকে যেমন আদরে স্থান দিয়েছ তোমার ঘরে, সেদিনও তেমনি করেই স্থান দিয়ো। ঋতুতে ঋতুতে তোমার যে-সব ফুল ফুটবে তেমনি করেই মনে মনে তুলে দিয়ো আমার হাতে। যদি নিষ্ঠুর হও তুমি, তা হলে তো এখানে আমি থাকতে পারব না। আমার বাগান যদি কেড়ে নাও তা হলে হাওয়ায় হাওয়ায় কোন্ শূন্যে

www.pathagar.com

আমি ভেসে বেড়াব?" নীরজার দুই চক্ষু দিয়ে জল ঝরে পড়তে লাগল।

আদিত্য মোড়া ছেড়ে বিছানার উপর উঠে বসল। নীরজার মুখ বুকে টেনে নিয়ে আস্তে আস্তে হাত বুলোতে লাগল তার মাথায়। বললে, "নীরু, শরীর নষ্ট কোরো না।"

"যাক গে আমার শরীর। আমি আর কিচ্ছু চাই নে, আমি কেবল তোমাকে চাই এই সমস্ত-কিছু নিয়ে। শোনো একটা কথা বলি, রাগ কোরো না আমার উপর, রাগ কোরো না।" বলতে বলতে স্বর রুদ্ধ হয়ে এল। একটু শান্ত হলে পর বললে, "সরলার উপর অন্যায় করেছি। তোমার পায়ে ধরে বলছি আর অন্যায় করব না। যা হয়েছে তার জন্যে আমাকে মাপ কোরো। কিন্তু, আমাকে ভালোবেসো, ভালোবেসো তুমি, যা চাও আমি সব করব।"

আদিত্য বললে, "শরীরের সঙ্গে সঙ্গে মন ছিল অসুস্থ নীরু, তাই নিজেকে মিথ্যা পীড়ন করেছ।"

"শোনো বলি। কাল রাত্রি থেকে বারবার পণ করেছি, এবার দেখা হলে নির্মল মনে ওকে বুকে টেনে নেব আপন বোনের মতো। তুমি আমাকে এই শেষ প্রতিজ্ঞা-রক্ষায় সাহায্য করো। বলো, আমি তোমার ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হব না, তা হলে সবাইকে আমার ভালোবাসা দিয়ে যেতে পারব।"

এ কথার কোনো উত্তর না করে আদিত্য বারবার চুম্বন করলে ওর মুখ, ওর কপাল। মুদে এল নীরজার চোখ। খানিক বাদে নীরজা জিজ্ঞাসা করলে, "সরলা কবে খালাস পাবে সেই দিন গুনছি। ভয় হয় পাছে তার আগে মরে যাই। পাছে বলে যেতে না পারি যে আমার মন একেবারে সাদা হয়ে গেছে।—এইবার আলো জ্বালাও। আমাকে পড়ে শোনাও অক্ষয় বড়ালের 'এষা'।" বালিশের নিচে থেকে বই বের করে দিলে। আদিত্য পড়ে শোনাতে লাগল।

শুনতে শুনতে যেই একটু ঘুম এসেছে আয়া ঘরে এসে বলল, "চিঠি", ঘোর ভেঙে নীরজা চমকে উঠল। ধড় ধড় করতে লাগল তার বুক। কোনো বন্ধু আদিত্যকে খবর দিয়েছে, জেলে স্থানাভাব, তাই যে-কয়টি কয়েদিকে মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার আগেই ছেড়ে দেওয়া হবে সরলা তার মধ্যে একজন। আদিত্যের মনটা লাফিয়ে উঠল। প্রাণপণ বলে চেপে রাখলে মনের উল্লাস। নীরজা জিজ্ঞাসা করলে, "কার চিঠি, কী খবর?"

পাছে পড়তে গেলে গলার আওয়াজ যায় কেঁপে, চিঠিখানা দিলে নীরজার হাতেই। নীরজা আদিত্যের মুখের দিকে চাইলে। মুখে কথা নেই বটে, কিন্তু কথার প্রয়োজন ছিল না। নীরজার মুখেও কথা বেরোল না কিছুক্ষণ। তার পরে খুব জোর করে বললে, "তা হলে তো আর দেরি নেই। আজই আসবে। ওকে আনবে আমার কাছে।"

"ও কী! কী হল! নীরু! নার্স! ডাক্তার আছেন?"

"আছেন বাইরের ঘরে।"

"এখনই নিয়ে এসো। এই-যে ডাক্তার! এইমাত্র বেশ সহজ শরীরে কথা বলছিল; বলতে বলতে অজ্ঞান হয়ে গেল।"

ডাক্তার নাড়ী দেখে চুপ করে রইল।

www.pathagar.com

কিছুক্ষণ পরে রোগী চোখ মেলেই বললে, "ডাক্তার, আমাকে বাঁচাতেই হবে। সরলাকে না দেখে যেতে পারব না। ভালো হবে না তাতে। আশীর্বাদ করব তাকে—শেষ আশীর্বাদ।"

আবার এল চোখ বুজে। হাতের মুঠো শক্ত হল; বলে উঠল, "ঠাকুরপো, কথা রাখব, কৃপণের মতো মরব না।"

এক-একবার চেতনা ক্ষীণ হয়ে জগৎ ঝাপসা হয়ে আসছে, আবার নিবু-নিবু প্রদীপের মতো জীবনশিখা উঠছে জ্বলে। স্বামীকে থেকে থেকে জিজ্ঞাসা করছে, "কখন আসবে সরলা?"

থেকে থেকে সে ডেকে ওঠে, "রোশ্‌নি!"

আয়া বলে, "কী খোঁখী?"

"ঠাকুরপোকে ডেকে দে এক্ষুনি।"

একবার আপনি বলে উঠল, "কী হবে আমার ঠাকুরপো! দেব দেব দেব, সব দেব।"

রাত্রি তখন ন'টা। নীরজার ঘরের কোণে ক্ষীণ আলোতে জ্বলছে একটা মোমের বাতি। বাতাসে দোলনচাঁপার গন্ধ। খোলা জানলার থেকে দেখা যায় বাগানের গাছগুলোর পুঞ্জীভূত কালিমা, আর তার উপরের আকাশে কালপুরুষের নক্ষত্রশ্রেণী। রোগী ঘুমোচ্ছে আশঙ্কা ক'রে সরলাকে দরজার কাছে রেখে আদিত্য ধীরে ধীরে এল নীরজার বিছানার কাছে।

আদিত্য দেখলে ঠোঁট নড়ছে। যেন নিঃশব্দে কী জপ করছে। জ্ঞানে-অজ্ঞানে-জড়িত বিহ্বল মুখ। কানের কাছে মাথা নামিয়ে আদিত্য বললে, "সরলা এসেছে।"

চোখ ঈষৎ মেলে নীরজা বললে, "তুমি যাও"—একবার ডেকে উঠল "ঠাকুরপো!"—কোথাও সাড়া নেই।

সরলা এসে প্রণাম করবার জন্য পায়ে হাত দিতেই যেন বিদ্যুতের আঘাতে ওর সমস্ত শরীর আক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। পা দ্রুত আপনি গেল সরে। ভাঙা গলায় বলে উঠল, "পারলুম না, পারলুম না, দিতে পারব না, পারব না।"

বলতে বলতে অস্বাভাবিক জোর এল দেহে—চোখের তারা প্রসারিত হয়ে জ্বলতে লাগল। চেপে ধরলে সরলার হাত, কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ হল; বললে, "জায়গা হবে না তোর রাক্ষসী, জায়গা হবে না! আমি থাকব, থাকব, থাকব!"

হঠাৎ ঢিলে-শেমিজ-পরা পাণ্ডুবর্ণ শীর্ণ মূর্তি বিছানা ছেড়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে উঠল। অদ্ভুত গলায় বললে, "পালা পালা পালা এখনি! নইলে দিনে দিনে শেল বিঁধব তোর বুকে, শুকিয়ে ফেলব তোর রক্ত।" বলেই পড়ে গেল মেঝের উপর।

গলার শব্দ শুনে আদিত্য ছুটে এল ঘরে, প্রাণের সমস্ত শক্তি ফুরিয়ে ফেলে দিয়ে নীরজার শেষ কথা তখন স্তব্ধ হয়ে গেছে।

www.pathagar.com

চিরায়ত গ্রন্থমালা
এবং
চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা
শীর্ষক দুটি সিরিজের আওতায়
বাংলাভাষাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ
ও ভাষার শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহকে
পাঠক সাধারণের কাছে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।
এই বইটি 'চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা'র
অন্তর্ভুক্ত।
বইটি আপনার জীবনকে দীপান্বিত করুক।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

www.pathagar.com